পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 255 Friday, 15 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৫৫ সংখ্যা ❋ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২, শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নিজের মাতৃভাষাকে ভুলবেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ কন্যাশ্রী দ্বাদশ বর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়েও বাংলা ভাষার পক্ষে সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুর ধনধান্য স্টেডিয়ামে দর্শকের আসনে বসে থাকা ছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন, ''সব ভাষাই শিখতে হবে। তা জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাংলা ভাষা, নিজের মাতৃভাষাকে ভুললে চলবে না।'' শুক্রবার স্বাধীনতা দিবস। সে নিয়ে কথা বলতে গিয়েই এই প্রসঙ্গ উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেন, ''প্রয়োজনে ইংরাজি ভাষা দরকার, কিন্তু মাতৃভাষা বাংলাকে কখনও ভুলবেন না। অনেকে ভেদাভেদ করে কিন্তু ভেবে দেখেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যখন গান গেয়েছিলেন, কোনও ভেদাভেদ ছিল না। দেশ যেদিন স্বাধীন হচ্ছে, সেদিন গান্ধীজীও বাংলায় ছিলেন, বেলাঘাটায় গান্ধী আশ্রমে।'' আর তারপরই বলেন, ''সেদিন যাঁরা এক কাপড়ে সব ফেলে চলে এসেছিলেন, তাঁরা তো দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা দেশের নাগরিক নন, বিদেশি, তাঁদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার ব্যবস্থা নিক, আমার বলার নেই। কিন্তু অযথা হেনস্থা করা ঠিক নয়।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রী '৭১ এর পরে ভারতে আসা বাংলাদেশিদের নিশানা করলেন? বাংলার এসআিআর আবহে এহেন মন্তব্য যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ, বলছেন বিশেষজ্ঞরাই। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমি গত পরশু দিনই দেখলাম, নয়ডাতে এক ব্যক্তি তাঁর সন্তানকে নিয়ে একটি হোটেলে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাংলায় কথা বলেছিলেন বলে হোটেলের রুম ভাড়া দেওয়া হয়নি।'' সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'বাংলা ভাষা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থারও শিকার হতে হচ্ছে বলে একাধিক অভিযোগ উঠছে। তা নিয়ে সংসদেও ঝড় তুলেছে তৃণমূল। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে 'কন্যাশ্রী'দের আগামী দিনের পথ মসৃণের বার্তা দিতে গিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষেও মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কন্যাশ্রী প্রকল্পে বাংলার অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৯৩ লক্ষেরও বেশি কন্যাশ্রী এখন বাংলায়। কিন্তু সেটা এক কোটি করার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এই প্রকল্পের ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি ইতিমধ্যেই। আগে কন্যাশ্রী ছিল স্কুলে। এখন কলেজে কন্যাশ্রী ২, বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী ৩ পান।'' পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''২০১১-১২ সালে মেয়েদের ড্রপ আউট শতাংশ ছিল প্রায় পৌনে পাঁচ পাসেন্ট। আজকে হয়েছে শূন্য। সেকেন্ডারিতে ২০১১-১২ সালে ড্রপ আউট ছিল ১৬.৩২, এখন ২.৯ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে ২০১১-১২ সালে ১৫.৪১ শতাংশ ছিল, এখন উচ্চ মাধ্যমিকে ড্রপ আউট ৩.১৭ শতাংশ।''

'আত্মনির্ভরতার পথে আত্মবিশ্বাসী ভারত', স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীকে বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, ''স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে গর্বের দিন, যা আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। ১৫ আগস্ট দিনটি চিরকাল দেশের মানুষের স্মৃতিতে অমলিন থাকবে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় দেশের সব প্রান্তের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অসংখ্য নারী-পুরুষ, তরুণ-প্রবীণ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আগামিকাল আমরা যখন তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করব, তখন সকল শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব।'' রাষ্ট্রপতি নিজের বক্তব্যে গণতান্ত্রিক দিক তুলে ধরেন। বলেন, ''স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার-ভিত্তিক গণতন্ত্রে পরিণত হয়। লিঙ্গ, ধর্ম বা অন্যান্য কারণে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ হয়নি, যা বিশ্বের অনেক দেশে তখনও প্রচলিত ছিল। নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারত সফলভাবে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়েছে। আমাদের প্রাচীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন এই সাফল্য। ভারতের সংবিধান গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে, এবং আমরা এটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিই।'' বিভাজনের বেদনাদায়ক ইতিহাসও স্মরণ করালেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, ''দেশভাগের সময় ভয়াবহ সহিংসতা দেখা গিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্থানান্তরে বাধ্য করা হয়েছিল।'' রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ''সংবিধানের চার স্তম্ভ- ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব, আমাদের সভ্যতার মূল মূল্যবোধ। এর কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের মর্যাদা। সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন।'' তিনি জানান, স্বাধীনতার সময় ভারত চরম দারিদ্র্যে ছিল কিন্তু ৭৮ বছরে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে। গত অর্থবছরে ৬.৫ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে ভারত বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির মধ্যে দ্রুততম। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে, রফতানি বৃদ্ধি ও অর্থনীতির সব সূচক ইতিবাচক। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে সংস্কার, বিচক্ষণ নীতি ও কৃষক-শ্রমিকদের পরিশ্রম। সুশাসনের ফলে কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে এসেছেন। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার একাধিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে। আঞ্চলিক বৈষম্য কমছে, পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলোও এগিয়ে আসছে। ব্যবসা, ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। গত দশকে অবকাঠামো উন্নয়নে বড় অগ্রগতি হয়েছে, ভারতমালা প্রকল্পে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন রেলগাড়ি, এবং কাশ্মীর উপত্যকায় ঐতিহাসিক রেল সংযোগ তার প্রমাণ। এতে বাণিজ্য ও পর্যটন বাড়বে। দ্রুত নগরায়নের কারণে শহরের উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে-মেট্রো রেল সেবা একাধিক শহরে সম্প্রসারিত হয়েছে, 'অমৃত' প্রকল্পে শহুরে পানীয়জল ও নিকাশির ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। গ্রামে 'জল জীবন মিশন' পাইপলাইনে পানীয় জল সরবরাহ বাড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'আয়ুস্মান ভারত' বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্প, যা ইতিমধ্যেই ৫৫ কোটির বেশি মানুষকে সুরক্ষা দিয়েছে। ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের সকল নাগরিকও এর আওতায় এসেছেন।

ছুটি

আজ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'দুরন্ত বার্তা'র সকল দফতর বন্ধ থাকবে। তাই শনিবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। রবিবার থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকশিত হবে।

-সম্পাদক

'নিজেকে যোগ্য মনে করলে, সারা দেশে এসআইআর চালু করুন' অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন ডায়মন্ড হারবার থেকে ৭ লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছেন তিনি। সেই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে ভোটার বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। ভুয়ো ভোটার ইস্যুতেও কটাক্ষ করেছেন। এবার তারই জবাব দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনের আগামিকালই তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে সরকারকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন করতে হবে। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (করার পর থেকে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিহারে এসআইআর-র পর খসড়া ভোটে জিতছেন?'' এদিন অনুরাগকে জবাব দিয়ে অভিষেক বলেন, প্রয়োজনে তিনি আগামিকালই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে সরকারকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন করতে হবে। এই একই দাবি যাতে সব বিরোধী দল তোলে, সেই আবেদন তৃণমূলের তরফে ইন্ডিয়া জোটকে করেন অভিষেক। তাঁর প্রস্তাব, বিজেপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা পদত্যাগ করতে প্রস্তুত বলে প্রচার করুন। এদিন এসআইআর নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এবার পোস্ট করলেন অভিষেক। একই সঙ্গে নয়া মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকেও নিশানা করেছেন তিনি। অভিষেকের কথায়, নিজেকে যোগ্য মনে করলে, গোটা দেশে এসআইআর চালু করুন। শুধুমাত্র ভোটমুখী রাজ্যে নয়। নির্বাচন কমিশনকে ক্রোনোলজিও

ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপিকে জেতাতে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিহারের পর নির্বাচন কমিশন বাংলায় এসআইআর করতে পারে বলে জল্পনা শুরুর পর থেকেই সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। কয়েকদিন আগে অভিষেক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এসআইআর-র নামে একজন ভোটারের নাম বাদ গেলে এক লক্ষ বাঙালিকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করব। এরপর গতকাল অনুরাগ ঠাকুর ডায়মন্ড হারবারের ভোটার বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ২০১৪ সাল থেকে এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক। সেই লোকসভা কেন্দ্রে ভোটার বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলে অনুরাগ বলেন, ''ডায়মন্ড হারবারে ৩০১টি বুথে ১৫ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে গত ৪ বছরে। সব জায়গায় তৃণমূল জিতেছে। তাহলে কী ভুয়ো ভোটার দিয়েই আপনি বুঝিয়েছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, 'লোকসভা ভেঙে গোটা দেশে এসআইআর করুন, তারপর নির্বাচনে গিয়ে জনগণের মুখোমুখি হন।' বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''এই ভোটার তালিকা নিয়ে যদি সংশয় থাকে, তাহলে তিনি তো নিজেই পদত্যাগ করতে পারেন। তাঁর যদি মনে হয়, ডায়মন্ড হারবারে এই ভোটার তালিকায় জেতা তাঁর অন্যায় হয়েছে, তাঁর এমপি সার্টিফিকেট নেওয়া ভুল হয়েছে।'' এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপির উপরেও চাপ বাড়িয়ে চলেছে বিরোধীরা। সংসদে ঝড় তুলছে তৃণমূল। লোকসভা ভেঙে নতুন করে নির্বাচন করার কথা আগেও বলেছিলেন অভিষেক। বুধবার আবার তার প্রেক্ষিতে সরব হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বৃহস্পতিবার আরও এক ধাপ এগিয়ে অভিষেক এবার নিশানা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকেও।

রাজ্যে সব বুথের বাইরে থাকবে বাদ পড়া ভোটারের নাম, এসআইআর আবহে সিদ্ধান্ত কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ বিহার নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর এবার রাজ্যেও মৃত ও বাদ পড়া ভোটারদের নামের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। বুথের বাইরে প্রকাশ করা হবে সেই তালিকা। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৮১ হাজার বুথ রয়েছে। সেই বুথের সংখ্যা বেড়ে ৯৪ হাজার হতে চলেছে। প্রতি বুথের বাইরেই বাদ পড়া ভোটারদের নাম টাঙিয়ে দেবে কমিশন। ইতিমধ্যেই বিহারে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিহারে যে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে, সেই সব নাম প্রকাশ করতে হবে। নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে সেই নাম আপলোড করতে হবে কমিশনকে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু না হলেও এ রাজ্যের জন্যও কমিশন একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কেন নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেটাও ওই তালিকায় থাকবে কি না, সেটা এই মুহূর্তে স্পষ্ট করেনি কমিশন। অবশ্য প্রত্যেক বিএলও অফিসারের কাছে এই তথ্য থাকবে বলে জানা গিয়েছে। চাইলে সেখান থেকেও যাচাই করার সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে আধার নিয়ে নিজেদের অবস্থানেই অন। থাকছে কমিশন। অর্থাৎ আধার ভারতীয় নাগরিক হওয়ার পরিচয়পত্র নয়। আগামিদিনেও আধার কার্ড ভোটার তালিকার জন্য বৈধ বলে গণ্য করবে না কমিশন। চলতি মাসে বুথের বিন্যাসের জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। জেলায় জেলায় সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আলোচনায় বসবে তারা। উল্লেখ্য, বিহারের পর যে বাংলায় এসআইআর হচ্ছে, তা একরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফের আইনজীবী জানিয়েছেন, আগস্ট মাসেই কমিশনের তরফ থেকে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠিতেই বলা হয়েছে এসআইআরের কথা।

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ারা আপত্তি জানাতে আধার কার্ড জমা দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ আস্টঃ বিহারের বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে যাওয়া মানুষের জন্য বড় স্বস্তির বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছে- যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তারা আপত্তি জানাতে আধার কার্ড জমা দিতে পারবেন। এর আগে নির্বাচন কমিশন যুক্তি দিয়েছিল, আধার পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য বৈধ নয়। ফলে এটি ১১টি স্বীকৃত নথির তালিকায় রাখা হয়নি। তবে আদালত জানিয়েছে, পরিচয় ও বসবাসের প্রমাণ হিসেবে আধার আইনগতভাবে স্বীকৃত, তাই এটি গ্রহণ করতেই হবে। আদালতের নির্দেশ, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় থাকা কিন্তু খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম জেলা পর্যায়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে নাম মুছে দেওয়ার কারণ। এই তালিকা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতে হবে এবং সর্বাধিক প্রচারিত আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকায় ছাপাতে হবে। পাশাপাশি দূরদর্শন ও অন্যান্য টিভি চ্যানেল এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও নোটিস দিতে হবে। পিটিশনারদের পক্ষে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানিয়েছেন, আদালতের এই নির্দেশে বহু মানুষ স্বস্তি পাবেন। অন্তত তাঁরা জানতে পারবেন কেন তাঁদের নাম বাদ গেছে এবং আপিল করতে পারবেন। সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আগে থেকেই আধারকে গ্রহণযোগ্য নথির তালিকায় রাখার দাবি তুলেছিলেন। আদালতও উল্লেখ করেছে, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ না হলেও পরিচয়পত্র হিসেবে এটি আইনত বৈধ, তাই বাদ দেওয়া যাবে না।

রয়েছে রক্ষাকবচ, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে চেয়ে হাইকোর্টে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে চায় রাজ্য। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনই আবেদন জানানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। সম্প্রতি নবান্ন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন শুভেন্দু। এছাড়াও রাজ্য সরকার ও শাসক দলের বিরোধিতায় বারবার, বিভিন্ন ইস্যুতে পথে নামতে দেখা যায় তাঁকে। রাজ্যের দাবি, নিয়ম ভেঙে মিছিলে যোগ দিচ্ছেন শুভেন্দু, সেই কারণেই এফআইআর দায়ের করার এই আবেদন। বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাজ্য। নতুন আবেদন করার জন্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার

এই এই আদালতের নেই। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, উপযুক্ত আদালত থেকে ইনস্ট্রাকশন না আনলে এই আদালত নতুন আবেদন শুনতে পারে না। ২০২২-এ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ রক্ষাকবচ দিয়েছিল শুভেন্দুকে। রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ২৬টি এফআইআরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে নির্দেশ ছিল, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। ডিসেম্বরে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ২৬টি এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয়। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন মামলা করতে গেলেও আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্টও।

এবার ১০০ দিনের কাজের বকেয়া চেয়ে হাইকোর্টে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ হাইকোর্ট ১০০ দিনের কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। তারপরও কেন্দ্র একশো দিনের কাজে বকেয়া টাকা দিচ্ছে না বলে কয়েকদিন আগেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। রাজ্যের বক্তব্য, ১০০ দিনের কাজের মামলার সময় ওই টাকা দিয়ে দেবে বলে কেন্দ্র জানিয়েছিল। তারপরও টাকা মেলেনি। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে মামলার শুনানি হবে। বাংলায় একশো দিনের কাজ বন্ধ রাখা নিয়ে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দল তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে অনেকদিন ধরেই চাপানউতোর চলছে। কেন্দ্র ইচ্ছে করে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে বলে সরব রাজ্যের শাসকদল। অন্যদিকে, বিজেপির বক্তব্য, তৃণমূলের দুর্নীতির জন্যই ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র এই ১০০ দিনের কাজ বন্ধ নিয়ে মামলাতেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ গত ১৮ জুন নির্দেশ দিয়েছিল, ১ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে আবার ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হবে। তবে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ১০০ দিনের কাজ শুরু করার জন্য যে কোনও শর্ত আরোপ করতে পারবে কেন্দ্র। ওই মামলার শুনানির সময় কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও এখন বাংলায় একশো দিনের কাজ শুরু হয়নি। বকেয়া টাকাও কেন্দ্র দেয়নি বলে অভিযোগ রাজ্যের। এদিন রাজ্যের তরফে ১০০ দিনের কাজে বকেয়া ৪ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা চেয়ে আবেদন করা হয়। রাজ্যের তরফে বলা হয়, কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টালই বলছে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত একশো দিনের কাজে বাংলা কেন্দ্রের কাছ থেকে ৪ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা পাবে। সেই টাকা চেয়েই এবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আবেদন জানাল রাজ্য।

পথ সুরক্ষায় অভিনব প্রয়াস, হেলমেট ফর সেফটি উদ্যোগের সূচনা দিল্লি সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ পথ সুরক্ষার অভিনব এক প্রয়াস নিল দিল্লি সরকার। বৃহস্পতিবার 'হেলমেট ফর সেফটি' উদ্যোগের সূচনা করেছে দিল্লি সরকার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, আমরা সড়ক নিরাপত্তার জন্য 'হেলমেট ফর সেফটি' উদ্যোগ চালু করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, দিল্লিতে ১০টির মধ্যে ৮টি দুর্ঘটনা হেলমেট না পরার কারণে ঘটে। দিল্লি সরকার এই দুর্ঘটনা কমাতে সংকল্পবদ্ধ। আমরা একটি সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেছি, যাতে এখনও পর্যন্ত বহু যুবক অংশগ্রহণ করেছে।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিনের অনুষ্ঠানে বলেন, আজ আমরা একটি স্বাধীন ভারতে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। আমাদের দেশ স্বাধীন কারণ অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী - ভগ সিং, রাজগুরু, সুখদেব - মাত্র ২০-২৫ বছর বয়সে দেশের জন্য ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। দেশের সেবা করার এমন সুযোগ আর আসবে না। আমাদের কাছে সুযোগ কম এবং এর মাধ্যমে আমরা দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখাতে পারি বলে মনে করনে।

রেনুকাস্বামী খুনের মামলায় কন্নড় অভিনেতা দর্শনের জামিন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ কন্নড় অভিনেতা দর্শনের জামিন খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। রেনুকাস্বামী খুনের মামলায় দর্শনকে জামিন দিয়েছিল কর্নাটক হাই কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার অভিনেতার জামিন বাতিল করে জানিয়েছে, কর্নাটক হাই কোর্টের নির্দেশ সঠিক নয়। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, বৃহস্পতিবারই জেলে পাঠাতে হবে কন্নড় অভিনেতাকে। সুপ্রিম কোর্ট এও জানিয়ে দিয়েছে, জেলে থাকার সময় কোনও ভাবেই যেন বাড়তি কোনও সুবিধা না পান অভিনেতা। অভিনেতা দর্শনের বান্ধবী পবিত্রা গৌড়াকে কুরুচিকর ছবি পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল রেনুকাস্বামীর বিরুদ্ধে। পুলিশ জানায়, তার জেরে দর্শন ও তাঁর সঙ্গীরা রেনুকাস্বামীকে অপহরণের পরে বেধড়ক পিটিয়ে খুন করেন বলে অভিযোগ। রেনুকাস্বামীর মৃতদেহ উদ্ধার হলে ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, মৃতের শরীরে অনেক আঘাতের চিহ্ন ছিল মনেহয়।

শ্রাবণী বন্যায় ভাসছে শোণিতপুরের বরসলা

শোণিতপুর (অসম), ১৪ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসের বন্যার কবলে পড়ে নাকাল শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বরসলা বিধানসভা এলাকার গ্রামাঞ্চল।গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিপাত হচ্ছে অসম সহ অরুণাচল প্রদেশে। মূলত অরুণাচল প্রদেশে বৃষ্টির ফলে ফুলেফেঁপে ওঠেছে গাভরু নদীর জল। গাভরুর জল হু হু করে ঠেলামারার রোহিণীবিল গ্রামে প্রবেশ করায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বহু বসতবাড়ি ভাসছে বন্যার জলে। হেক্টর হেক্টর কৃষিজমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জল। এছাড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রোহিণীবিল গ্রাম।এর মধ্যে গতকাল বুধবার বিকালে মিসামারিতে একটি শিশু বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যবশত স্থানীয় মানুষের তপরতায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামী বছরে ' কণ্যাশ্রী 'সংখ্যা ১ কোটিতে নিতে চান মমতা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ আমাদের ৯৩ লক্ষের বেশি কন্যাশ্রী বাংলায়। আমি আগামী বছরে চাই এটা ১ কোটি হোক। কন্যাশ্রীর জন্য বিশেষ উদযাপন।'' কন্যাশ্রী প্রকল্পের ১২ বছর উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলেন। এই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরুর পর স্কুলছুটের সংখ্যা এখন শূন্য।তিনি জানান, 'এই মাসের শেষের দিকে, আমরা ১২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেব। যেমন প্রতিবছর দিই। এবারেরটাও পাবে, ক্লাস নাইনে যারা উঠেছে।

স্বাধীনতা দিবস ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস

মধুসূদন দে , বাঁকুড়াঃপ্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসী কে শাসন ও শোষণ করেছে। বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তাই স্বাধীনতা দিবসটি ভারতবাসীর কাছে এক আলাদা উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ আন্দোলন ও লড়াই এর মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। পরাধীনতার জ্বালা যন্ত্রণা,অত্যাচার ও অপমান আমাদের শিহরিত করে। সেই সব ঘটনা কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৫ ই আগস্ট তারিখ টি ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস,অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং চরমপন্থী নেতৃত্বের সহিংস আন্দোলনের পথে পরিচালিত হয়ে. ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।স্বাধীনতা দিবস হল একটি জাতীয় দিবস। জাতির কাছে গর্বের ও আনন্দের দিন। স্বাধীনতা দিবস প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয় ও মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। বিপ্লবীদের ত্যাগ ও সংগ্রামকে স্মরণ করার জন্য, ভারতের তরুণ প্রজন্ম কে উসাহিত করার জন্য স্বাধীনতা দিবস ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস।স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় জালিয়ান ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কিংসফোর্ড সাহেবের অত্যাচার এবং ওটেন সাহেবের ভারতবাসী সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য। আমরা স্বাধীনতা দিবসে বীর বিপ্লবীদের জীবন আদর্শ স্মরণ করি। শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে চোখের জলে শহিদ বেদীকে রাঙিয়ে তুলি। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় চোখের সামনে ভেসে উঠে ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনি তে মঙ্গল পান্ডের গুলি চালানো কতটা দু ঃসাহসিক। বাংলার দুই দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ। চোখের জলে দেখতে পাই ক্ষুদিরাম বসুর হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে দেশমাতার কোলে ফিরে আসার আকুল আবেদন। আমরা ভুলতে পারি না -বিনয় বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান, ভুলতে পারছি না বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘা যতীনের লড়াই। জাতির জনক গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন,জাতীয় কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নেতাজির দিল্লি চলো ধ্বনি, জাতীয় পতাকা হাতে পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু। বহু লড়াই ও আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে যে ভারতকে শাসন করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জন্য সম্মান ও গর্বের দিন। বিপ্লবীরা শুধু ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের উখাত করেন নি। বরং ভবিষ্য প্রজন্ম কে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য রক্ষা করেছেন।১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট জহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান, প্রভাত ফেরী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই দিন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গানে আলো বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে।আমরা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির অংশ হতে পেরে গর্ব বোধ করি।

সমাজের উন্নয়নের জন্য দরকার মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ কন্যাশ্রী দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কন্যাশ্রী দিবসে নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা শুধু মুখে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলি না। আমরা করে দেখাই। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ কন্যাশ্রী দিবস। আমাদের সকলের গর্বের কন্যাশ্রী প্রকল্প ১২ বছরে পা দিল। সারা বিশ্ব জুড়ে, সারা দেশ জুড়ে, সারা বাংলা জুড়ে সকল কন্যাশ্রীদের জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। সমাজে মেয়েদের ক্ষমতাযণের ক্ষেত্রে এতো অল্প সময়ে এতো বড় প্রভাব অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পের আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই!মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আমি সবসময় মনে করি, যে সমাজে মেয়েরা ভালো থাকে না, সেই সমাজ কখনও ভালো থাকতে পারে না। সমাজের উন্নয়নের জন্য দরকার মেয়েদের ক্ষমতায়ন। এটা আমার গর্ব, আজ আমাদের রাজ্যে ৯৩ লক্ষের বেশি ' এই প্রকল্পে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সাড়ে সতেরো হাজার কোটি টাকা। আমরা শুধু মুখে নারী ক্ষমতায়নের কথা বলি না। আমরা করে দেখাই। আমি সকল কন্যাশ্রীদের বলব জীবনে অনেক বড় হও এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করো। তোমরাই একদিন বিশ্ব বাংলা গড়বে। তোমরাই বিশ্বে সম্মানের মুকুট নিজেদের মাথায় পরবে। জয় হিন্দ! জয় বাংলা! জয় কন্যাশ্রী!

রাশিফল

মেষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার পছন্দের কাজে লিপ্ত হয়ে আপনি আপনার মনকে খুশি রাখবেন। সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক তৈরির জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। যদি আপনি কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন, তবে আপনাদের মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হবে।

বৃষঃ সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন খুব শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে স্পষ্টতার সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা

কর্কট রাশি ঃ অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে।

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান উস হতে চলেছে। আপনি যে কাজেই হাত দিন না কেন, তাতেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

কন্যা ঃযার অস্তিত্ব আছে সেইদিকে আপনার চিন্তা এবং উদ্যম চালনা করুন। শুধু চিন্তা করে গেলে কিছু লাভ নেই। আপনার সমস্যা হল আপনার চেষ্টা করেন না কেবল সে সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন। যদি আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে চিন্তাভাবনা ।

তুলাঃ আজকের দিনটি তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন সতেজতা এবং উৎসাহ নিয়ে. আসতে চলেছে। আপনি আপনার কল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। এটি আপনার আইডিয়াগুলি বাস্তবায়নের সময়।

বৃশ্চিকঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, এতে আপনার চারপাশের মানুষেরা আপনাকে বুঝতে পারবেন। ।

মকরঃ ভালো করে না ভেবে লগ্নি করলে অর্থের অপচয় হবে। চর্মরোগ ও শারীরিক অবসাদে ভুগবেন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে।

মীনঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। অবিলম্বে আপনার বাড়ির চারপাশে কিছু

বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ দেশভাগের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, ভারত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করছে, আমাদের ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক অধ্যায়ে অগণিত মানুষের উত্থান-পতন ও যন্ত্রণার কথা স্মরণ করছে দেশ। এটি তাঁদের সাহসকে সম্মান করার দিন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানিয়েছেন, এই দিনটি আমাদের দেশকে একত্রিত করে রাখা সম্প্রীতির বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের স্থায়ী দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।২০২১ সাল থেকে পালিত হচ্ছে 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস'। সেবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী এই দিনটি পালনের ঘোষণা করেন। দেশভাগের সময় যাঁরা নিহত হয়েছেন, দেশভাগের সময় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করে এই দিনটি। দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ১৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হয়েছিল ভারত। সালটা ১৯৪৭ সাল। সেদিন ১৪ অগস্ট জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পরের দিন ১৫ অগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। এই ১৪ আগস্ট দিনটিকে ভারতে ' বিভীষিকা স্মৃতি দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। এই ঐতিহাসিক দিনের নেপথ্যে রয়েছে বিভাজনের এক করুণ স্মৃতি।

বিলোনিয়া স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস -এর স্টপেজের সূচনা

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১৪ আগস্ট ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিটে শিয়ালদহ যাওয়ার পথে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থামল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া স্টেশনে। এই আবেগঘন অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন বিলোনিয়াবাসী।কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এর বিলোনিয়া স্টেশনে নতূন স্টপেজের সুচনাকে সামনে রেখে স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যান্ড বাজিয়ে, জনগণের ক।তালি ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিলোনিয়া স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘার নতূন স্টপেজকে স্বাগত জানানো হয়।এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এর স্টপেজের শুভ সুচনার মূহুর্তে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও অশোক মিত্র , বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি, রেলওয়ের বদরপুর ডিভিশনের এরিয়া ম্যানেজার বীরেন্দ্র মিনা সহ অন্যান্যরা।কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস -এর স্টপেজের সুচনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ভোর থেকেই মানুষের সমাগম লক্ষ করা যায় রেল স্টেশনে। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখার পর সবুজ পতাকা নেড়ে বিলোনিয়া স্টেশন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস-এর যাত্রার শুভ সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

দিল্লি পথকুকুর মামলায় রায় আপাতত সংরক্ষিত

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ঃ দিল্লির পথকুকুরদের সরানো নিয়ে বৃহস্পতিবার শুনানি হলো সুপ্রিম কোর্টের নতুন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। আপাতত রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকাকে পথকুকুর মুক্ত করার সুপ্রিম নির্দেশ নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। এই আবহে রায় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। এর পরেই নতুন বেঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি আঞ্জারিযার বিশেষ বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। এদিন আপাতত রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।উল্লেখ্য, দিল্লির রাস্তার সব কুকুরকে আট সপ্তাহের মধ্যে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালার নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বেঞ্চ। দেশব্যাপী এই নিয়ে চর্চার ফলে বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই পুনরায় শুনানির আশ্বাস দেন। বুধবারই নতুন বেঞ্চ গঠন করে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়।প্রসঙ্গত, দিল্লি ও তার লাগোয়া এলাকা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে নির্দিষ্ট পশু আশ্রয় কেন্দ্রে স্থায়ী ভাবে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ১১ আগস্টের ওই নির্দেশ নিয়ে সরব হয় পশুপ্রেমীদের একাধিক সংগঠন। তাকে কেন্দ্র করে নতুন মামলাও হয়। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, তিনি বিষয়টি দেখবেন। তার পরেই বুধবার বিকেলে তাঁর অফিস থেকে নতুন বেঞ্চ গঠন করা হয় এই সংক্রান্ত মামলা শোনার জন্য।এদিন সেই মামলারই শুনানিতে আপাতত রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

শিলচরে মহাসমারোহে ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

শিলচর (অসম), ১৪ আগস্টঃ ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলচরে এ বছর এক অনন্য উদযাপনের আয়োজন করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও সামাজিক সম্প্রীতির চেতনাকে আরও গভীর করে তুলতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সম্মিলিত অংশগ্রহণে সারা দিনব্যাপী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি মুহূর্ত ভরে উঠবে দেশাত্মবোধ, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের উজ্জ্বল বার্তায়।গত বুধবার শিলচরে অবস্থিত বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, আজী শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের সূচনা হবে ভোর ৫-টা ৩০ মিনিটে জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে শহরের স্থায়ী মাইক যোগে এবং একই সাথে একটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক সংগীত সম্প্রচার, যা সকাল ৬-টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য ও ত্যাগের ইতিহাসের সুর ছড়িয়ে .দেওয়া. হবে। সকাল ৭-টায় ব্যক্তিগত বাসভবন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সূচিত হবে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি।সকাল ৭-টা ৩০ মিনিটে সরকারি দফতর, সরকারি আবাসন, বিদ্যালয, মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠিত হবে।সকাল ৮-টায় এক বর্ণাঢ্য ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শোভাযাত্রা শুরু হবে। এতে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক এবং উপ-পরিদর্শক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নেতৃত্বে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নানা রঙের পোশাক ও জাতীয় পতাকার শোভায় সজ্জিত হয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। সকাল ৮-টা ৩৫ মিনিটে গান্ধীবাগে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান এবং সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে শহিদ বেদীতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা হবে।সকাল ৮-টা ৫৫ মিনিটে প্রধান অতিথি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে সম্মানীয় আসন গ্রহণ করবেন এবং সকাল ৯-টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে ষষ্ঠ আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়ন, জেলা পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, সিআরপিএফ, হোমগার্ড, এনসিসি, স্কাউট অ্যান্ড গাইড এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে আয়োজিত হবে এক মনোমুগ্ধকর সম্মিলিত কুচকাওয়াজ।সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অতিথিদের জন্য আয়োজন হবে সরকারি আবর্ত ভবনে সৌজন্য সংবর্ধনার। সকাল ১১টায় শিলচর চেম্বার অব কমার্সের সৌজন্যে রেড ক্রস হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে এবং সকাল ১১টা ২০ মিনিটে শিলচর ফুডগ্রেইন মার্চেন্ট স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়. কারাগারে বন্দিদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হবে।শিলচর বেকারি অ্যাসোসিয়েশন, লায়ন্স ক্লাব, সাউদার্ন আসাম ড্রাগ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন, কাছাড় মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, শিলচর চেম্বার অব কমার্স, জলসম্পদ দফতর ও সেচ দফতরের সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন অনাথ-আশ্রম, হাসপাতাল, ক্যানসার হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম এবং সমাজসেবা কেন্দ্রগুলোতে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে নির্মলা অনাথ-আশ্রম, কাছাড় ক্যানসার হাসপাতাল, লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শিবসন্দরী নারী শিক্ষা কেন্দ্র, নিবেদিতা শিশু গৃহ, শ্রীকোণায় সু ন্দারীমোহন সেবা সদন এবং সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতাল।বেলা একটায় রোটারি ক্লাব, শিলচরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন হবে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ গণভোজ। বিকাল ৪-টা ৩০ মিনিটে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, জেলা প্রশাসন একাদশ বনাম জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন একাদশ।বিকাল ৫-টা ৫৩ মিনিটে জাতীয় পতাকা যথাযোগ্য মর্যাদায় নামানো হবে এবং সন্ধ্যা ৬-টায় সরকারি দফতর ও শহরের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মর্মর মূর্তিগুলো আলোকসজ্জায় সেজে উঠবে, যা স্বাধীনতার ৭৯-তম বর্ষপূর্তির উদযাপনকে দেবে এক উজ্জ্বল ও গৌরবোজ্জ্বল সমাপ্তি।কাছাড় জেলা প্রশাসন জেলার সকল নাগরিককে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানিয়েছে, এই মহোৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার চেতনাকে আরও দৃঢ় করতে, যাতে এই উদযাপন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে আগামী প্রজন্মের কাছে জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও সামাজিক সৌহার্দ্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে।আসন্ন ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশে চলমান ' ঘর তিরঙ্গা' উদ্যোগের অংশ হিসেবে কাছাড় জেলা প্রশাসন সকল ব্যবসায়ী, ট্রেড লাইসেন্সধারী, হোটেল, মল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা পরিচালনাকারীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দিনটি গর্ব ও মর্যাদার সঙ্গে উদযাপনের আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছে।পুর বাজারের সকল ব্যবসায়ী ও ট্রেড লাইসেন্সধারীদের আজ (১৩ আগস্ট) থেকে ১৫ আগস্ট (২০২৫) পর্যন্ত তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

ঘন ঘন ভূমিকম্পে কাঁপছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধরিত্রী

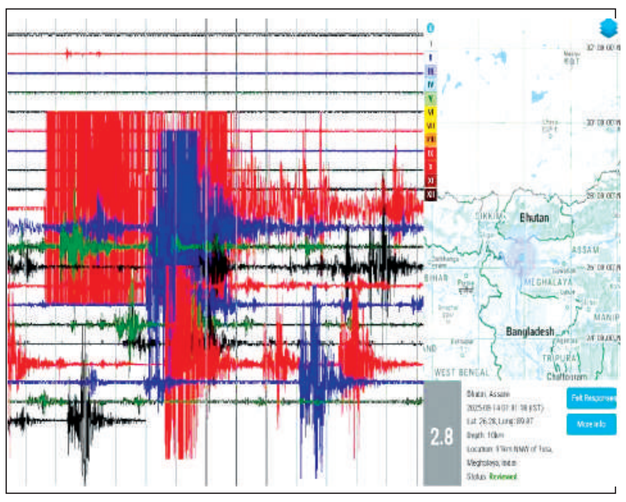

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট ঃ ঘন ঘন ভূমিকম্পে কাঁপছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ধরিত্রী। এবার ২.৮ রিখটার স্কেলের কম্পন অনুভূত হয়েছে অসমের ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড় জেলা সহ সংলগ্ন এলাকায়।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি তাদের এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাত ০১টা ০১ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে অসমের ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড় জেলায় ২.৮ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল ধুবড়ির ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৬.২৮ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৪৭ও পূর্বে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি আগস্টে ১২ বার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের তিন রাজ্য অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুর। গত ১১ আগস্ট মধ্যাহ্ন ১২টা ০৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে অসমের কারবি আংলং জেলায় ৩.১ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল জেলার ভূপৃষ্ঠের ০৫ কিমি গভীরে ২৫.৮৬ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪২ও পূর্বে। অনুরূপভাবে ভোর ০৫টা ৪৭ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে অরুণাচল প্রদেশের ক্রা দাদি অঞ্চল কেঁপেছে ২.৮ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ক্রা দাদির ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৭.৬৬ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৭১ও পূর্বে।এছাড়া ১০ আগস্ট রাত ০৭টা ৫৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে ২.৯ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে অসমের নলবাড়ি জেলায়। ওই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নলবাড়ি জেলার ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৬.২২ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৩০ও পূর্বে।তাছাড়া ওইদিন ১০ আগস্ট বেলা ০২টা ১৬ মিনিট ২০ সেকেন্ডে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ধরা পড়েছে ৩.৪। অন্যদিকে ৯ আগস্ট রাত ০৮টা ৪০ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে অসমের শোণিতপুর জেলা কেঁপেছে ২.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে। অনুরূপভাবে ৯ আগস্টই অরুণাচল প্রদেশের দিবাংভ্যালিতে ভোর ০৪টা ৫২ মিনিট ০৩ সেকেন্ডে ৩.৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। গত ৭ আগস্ট রাত ০৯টা ২৫ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডে নগাঁও জেলা কেঁপেছে ৩.৮ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে। গত ৫ আগস্ট মধ্যরাত ১২টা ৪০ সেকেন্ড ৫৫ মিনিটে অরুণাচল প্রদেশের কুরুংকুমে জেলায় ৩.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

TYROON TEA COMPANY LIMITED
CIN :L15421WB1890PLC000612
Registered Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033) 22483236
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 30.06.25 Unaudited	Quarter ended 31.03.25 Audited	Quarter ended 30.06.24 Unaudited	Year ended 31.03.25 Audited
1	Income from Operations (Net)	690.77	407.00	961.67	4,357.66
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	8.24	(640.47)	235.44	372.28
3	Exceptional Income / (Expenses)	-	-	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	8.24	(640.47)	235.44	372.28
5	Net Profit / (Loss) after Tax	8.24	(677.15)	235.44	330.79
6	Total Comprehensive Income/ (Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	15.36	(702.15)	261.07	349.04
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	-	3,770.15
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) Basic and Diluted (Rs.)	0.24	(19.90)	6.92	9.72

Note:
1 The above Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 14th August, 2025. The Statutory Auditor of the Company have carried out a limited review of the same.
2 The above is an extract of the detailed format for Quarter ended 30th June, 2025. Financial Results as per Ind AS filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results is available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of the Board of Director
Tyroon Tea Company Limited
(Anuradha Jalan)
Chairman
DIN : 09059592

Place : Kolkata
Date : 14th Day of August, 2025.

আবহাওয়া

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। ভ্যাপসা গরমে নাস্তানাবুদ শহরবাসী, একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রাও। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহে আবারও বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে সপ্তাহের মধ্যভাগে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতে দুর্যোগ চলতে পারে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। রয়েছে অতি প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

‘ছোট আয়তনের প্লটেও বাড়ি তৈরির অনুমতি’ — ফিরহাদ হাকিম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতা পৌরসভা এবার এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। তার আগে অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রীসভা সেই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নবান্নে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছোট জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। তার ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার থেকে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে জমির আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে বাড়ি নির্মাণে জটিলতার মুখে আটকে পড়া রাস্তা খুলে গেল বলেই মত পুরসভা বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের। বুধবার কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের বৈঠকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ছোট জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের বিষয়টি। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ‘মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছোট আয়তনের প্লটেও বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে। আজ থেকেই আমরা সেই বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন দেওয়া শুরু করেছি।’ এতদিন পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি না থাকলে বাড়ি করার অনুমোদন দেওয়া হতো না। ফলে ছোট জমি গুলোর উপর বাড়ি করা সম্ভব হতো না জমি মালিকদের। এবার সেই সমস্যা মিটলো। মেয়র বলেন, ‘এতে শুধু সাধারণ মানুষের বাড়ি তৈরির স্বপ্নই পূরণ হবে না, বরং পুরনো এলাকার সংস্কার ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।’ তিনি আরও জানান, ছোট জমিতে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভার বিল্ডিং সেফটি ও ফায়ার সেফটির নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক।

শিয়ালদায় অস্ত্র সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ শিয়ালদা কোর্ট ও স্টেশনের মত চরম ব্যস্ত জায়গায় দুষ্কৃতীর আনাগোনা ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশকে। তা আবার প্রমাণ হল বুধবার। জানা যাচ্ছে, শিয়ালদহ কোর্ট কমপ্লেক্সের সামনে কর্তব্যরত অবস্থায়, শিয়ালদহ ট্রাফিক গার্ডের হোমগার্ড সুজিত খারা একজনকে বেলেঘাটা মেইন রোডের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেন। সুজিত লক্ষ্য করেন যে, লোকটির টি-শার্টের ভেতরে কোমর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আছে। হোমগার্ড সুজিতের সঙ্গে চোখাচোখি হলে, লোকটি সন্দেহজনকভাবে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর লোকটির এই গতিবিধি দেখে, হোমগার্ড সুজিত খারা এবং সিভিক ভলান্টিয়ার রণবীর সিং তাকে আটকান এবং তার কাছ থেকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেন। মূলত একটি সিঙ্গেল শট শায়ার বন্দুক। পরে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি কর্তব্যরত শিয়ালদহ ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট হিরণ্ময় সরকারকে বিষয়টি জানান। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইনানুগ পদক্ষেপের জন্য সার্জেন্ট হিরন্ময় সরকার লোকটিকে এন্টালি থানার কর্তব্যরত অফিসারের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশ সূত্রে খবর লোকটির নাম পঙ্কজ বিশ্বাস। ট্যাংরার পটারি রোডের বাসিন্দা। বাবা তোতন বিশ্বাস। কীভাবে তার কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্র এল? কেনইবা এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছিল এই পঙ্কজ তা এখনও জানা যায়নি। এর তদন্ত শুরু করেছে এন্টালি থানার পুলিশ।

নদীয়ায় তৃণমূলকে চাঁচাছোলা আক্রমণ শমীক ভট্টাচার্যের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদ দাতা, নদীয়াঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি হবার পর প্রথম শুক্রবার নদীয়ায় একাধিক কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এক সংবর্ধনা সভা ও বিভাজন বিভীষিকা সভায় যোগদান দিতে এসে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন শমিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এই রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও আজও ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারছেন না। পাশাপাশি হিন্দু ওবিসি তালিকা ভুক্ত মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল শাসিত এই রাজ্য সরকার। আজ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির আয়োজিত সংবর্ধনা সভা ও বিভাজন বিভীষিকা সভায় উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিজেপির নব নিযুক্ত রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার দুপুরে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বিজেপির দলীয় অনুষ্ঠান সংবর্ধনা সভা ও বিভাজন বিভীষিকা সভায় যোগদান করেন শমিক ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকেরা। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন শ্রমিক বাবু। তিনি বলেন, একশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করতে গিয়ে এই রাজ্য সরকার হিন্দু ওবিসি তালিকাভুক্তদের বঞ্চিত করছেন। যে কারণে একটা প্রজন্ম পুরোপুরি ভাবে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মকাণ্ডের জন্য আগামী দিনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের কিন্তু খুব একটা লাভ হবে না। সাধারণ মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করবে। আর নেতাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে ইংলিশ মিডিয়ামে। পার্থক্যটা এখানেই। এছাড়াও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য্য বলেন, এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষজনের পেটের ভাত কাড়ার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি ২৬ এর নির্বাচন প্রসঙ্গে তৃণমূলকে হারাতে বাম ডান পন্থী অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট কাটার পথে না এগুনের পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়াও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চলছে না, এ রাজ্যে চলছে তৃণমূল সরকার বলে সরাসরি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি। অন্যদিকে ভিন রাজ্যে পরিচয় শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একমাত্র বাংলাদেশী নাগরিক ছাড়া নদিয়া জেলা সহ পার্শ্ববর্তী মুশিদাবাদ জেলা থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত এদেশীয় পরিযায়ী শ্রমিক যারা ভিন রাজ্যের কাজ করতে গিয়েছেন তাদের ওপর কোন অত্যাচার বা পুলিশি হেনস্থা হচ্ছে না। কিন্তু যারা বাংলাদেশ থেকে এসে জাল আধার কার্ড সহ অন্যান্য নথিপত্র তৈরি করেছে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

জম্মুতে আটক অক্ষয় কুমারের গাড়ি ! কেন ?

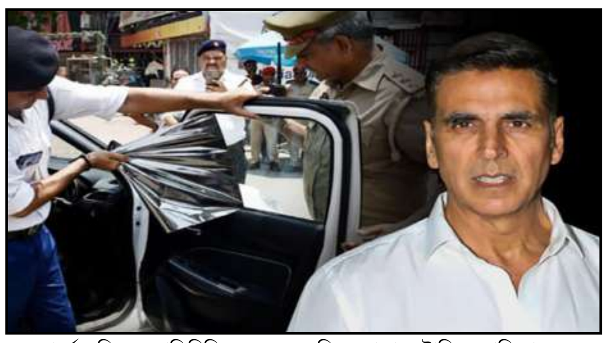

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এক খ্যাতনামা গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার নতুন শোরুম উদ্বোধনের জন্য মুম্বই থেকে জম্মুতে উড়ে গিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। গত এপ্রিল মাসেই পহেলগাঁও সন্ত্রাসের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভূস্বর্গ। তবে সেই ‘অভিশপ্ত সময়’ কাটিয়ে উপত্যকা এখন অনেকটাই ঠান্ডা। পর্যটকরাও ভিড় জমাচ্ছে। এমন আবহে মঙ্গলবার ভূস্বর্গে পা রেখে বিপাকে খিলাড়ি কুমার। কেন? বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, অনুষ্ঠান শেষ করে ফিরতি পথে অক্ষয় কুমারের গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে জম্মু-কাশ্মীরের ট্রাফিক পুলিশ। খবর প্রকাশ্যে আসতেই উপত্যকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে জানা যায়, ওই গাড়িতে অক্ষয় তখন ছিলেন না। সদ্য তাঁকে বিমানবন্দরে নামিয়ে গাড়িটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের নজর পড়ে কালো কাচে ঢাকা গাড়ির দিকে। এরপরই সেই গাড়িটিকে ডোগরা চক এলাকায় থামানো হয়। আসলে জম্মুর ট্রাফিক আইন অনুযায়ী, গাড়িতে কালো কাচ ব্যবহার করা যাবে না। ফলে অক্ষয় কুমারের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। যদিও এর জন্যে সরাসরি খিলাড়ি কুমার আইনি বিপাকে পড়েননি। জানা যায়, ওই সাদা এসইউভি গাড়িটি চণ্ডীগড়ের নম্বরে রেজিস্ট্রেশন করা। জনৈক ট্রাফিক পুলিশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘আইন সকলের জন্যেই এক। এই গাড়ির কাচ কালো। এটা তো উপত্যকার আইন বিরুদ্ধ। জম্মুর রাস্তায় কোনও গাড়িতে কালো কাচ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। তাই গাড়িটি আটক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সিঙ্গুরে নার্সের রহস্যমৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ঃ হুগলির সিঙ্গুরে এক নার্সিংহোমে নার্সের রহস্যমৃত্যু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বুধবার রাতে চারতলার একটি ঘর থেকে ওই নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নার্সিংহোমের বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়রা পথ অবরোধ করেন। দিন কয়েক আগে সিঙ্গুরের ওই নার্সিংহোমে নার্সের কাজে যোগ দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের দীপালি জানা। তাঁর বাবা সুকুমার জানা জানান, বেঙ্গালুরু থেকে নার্সিং পড়ে বাড়ি ফিরেছিলেন দিন কয়েক আগে। এক বান্ধবীর সূত্র ধরে চাকরি পান সিঙ্গুরের বোড়াই তেমাথা এলাকায় শিবম সেবাসদন নার্সিংহোমে। বুধবার রাতে সেই নার্সিংহোমের একটি ঘর থেকে পাওয়া যায় দীপালির ঝুলন্ত দেহ। কী কারণে মৃত্যু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে মৃতার পরিবারের দাবি, দীপালিকে খুন করা হয়েছে! বছর চব্বিশের দীপালির বাড়ি নন্দীগ্রামের রায়নগরে। মৃতার বাবার অভিযোগ, বুধবার রাত ১১টা নাগাদ নার্সিংহোম থেকে ফোন করে আসার জন্য জানানো হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়, দীপালি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ পরিবারের অন্য লোকদের নিয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছোন সুকুমার। কিন্তু সেখানে দীপালিকে দেখতে পাননি তাঁরা। সুকুমারের কথায়, ‘‘আমাদের বলা হয়, পুলিশ এসে দীপালির দেহ নিয়ে গিয়েছে। কেন আমাদের না দেখিয়ে পুলিশ দেহ নিয়ে গেল?’’ নার্সিংহোমের তরফে আত্মহত্যার কথা বললেও মৃতার পরিবার খুনের অভিযোগ তুলেছে। সুকুমারের কথায়, ‘‘আমার মেয়ে কোনও দিন আত্মহত্যা করতে পারে না। আমার মেয়েকে ওরা খুন করেছে। ওই নার্সিংহোমের মালিকের শাস্তি চাই।’’ পরিবারের দাবি, কাজে যোগ দেওয়ার পর একাধিক বার দীপালির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। কথাবার্তা শুনে কখনই মনে হয়নি দীপালি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। ভাল ভাবেই কথা হয়। তার পরে এই কাণ্ড। মৃতার বান্ধবী মল্লিকা বাউরি জানান, দীপালিকে কারও সঙ্গে কথা বলেননি। বুধবার রাতে যখন নার্সিংহোমে চার তলায় যান, তখন ওই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মল্লিকা দেখেন দীপালি গলায় ফাঁস দিয়ে সিলিং থেকে ঝুলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় জানান, নার্সিংহোমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে কারণ স্পষ্ট হবে। খুনের অভিযোগ প্রসঙ্গে কৃশানু বলেন, ‘‘মৃতার পরিবার মৌখিক ভাবে যেটা বলছে সেটা লিখিত আকারে জমা পড়লে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন কারাদন্ড স্বামীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদ দাতা, নদীয়াঃ নদীয়ায় আদালতের রায়ে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি ঘোষণা অপরাধীর। গত ১ /৯/ ২০২৪ তারিখে নদীয়ার ধানতলায় স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে স্বামী নির্মল দত্তের বিরুদ্ধে। মৃতার পরিবারের সদস্যরা ধানতলা থানায় নির্মল দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ, যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত নির্মল দত্তকে দোষী সাব্যস্ত করে রানাঘাট আদালত। এদিন গৃহবধূ হত্যার মামলায় নির্মল দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় রানাঘাট আদালত। অভিযুক্ত স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণার পর নিহত গৃহবধূর বাবা জগদীশ বিশ্বাস জানান, সেই দিনের কথা তিনি কখনোই ভুলতে পারবেন না, কারণ তার কাছে ফোন আসা মাত্রই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন, দেখেন চোখের সামনে মেয়ের রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। দেহের একাধিক অংশে রয়েছে ধারালো অস্ত্রের কোপ, সেই নৃশংস ঘটনা চোখের সামনে দেখার পর তিনি রাতে ঘুমাতে পারছিলেন না। আজ তার মেয়ের আত্মার শান্তি হলো। আদালতের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা ছিল, তার মেয়ের হত্যার জন্য তিনি সঠিক বিচার পাবেন। আজ দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরলেও কোথাও যেন মনে হচ্ছে তিনি এতদিনে সঠিক বিচার পেলেন। যদিও এ প্রসঙ্গে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিষ মৌর্য ও সরকারি আইনজীবীদের বক্তব্য, সঠিক তদন্ত ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আজকে দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ তৎপরতার সাথে তদন্ত শুরু করে, এরপর তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে। পুলিশের অতি তৎপরতার জন্য অসহায় বাবা-মা, তারা সঠিক বিচার পেলেন। আদালতের এই রায় সমাজের এক দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। কেউ অন্যায় করলে কিংবা মাত্রা ছাড়া অপরাধমূলক কাজ করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

ভারতবর্ষে এসআইআর বিষয়ে জয় হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও কংগ্রেস পরিবারের

দুরন্তবার্তা, মহন্ত দাশগুপ্ত ১৪ আগস্টঃ এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও দেশের হাইকোর্টগুলি যে মন্তব্যই করুক না কেন, যে নিয়মই তৈরি করুক না কেন, আর যে পথই দেখাক না কেন আসল জয় দেশের নাগরিকের ও জনগণের জয় হতে বাধ্য, তবে তার জন্য দেশের জনগণ এবং নাগরিকদের ধৈর্য ধরতে হবে তথা সেকুলারিজম রাষ্ট্রের সবাইকে। সময় বড় শক্তিমান ও সময় বড় সত্যবান, সময়ই একমাত্র কথা বলবে ঠিক সময়ে এলেই, তাই সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের নাগরিকদের জন্য, সেকুলারিজম নাগরিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তা একদিন জয় এনে দেবেই। এ কেমন এসআইআর যা ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত কোনো সুপ্রিম কোর্ট কোনো নির্বাচন কমিশন কোনো হাইকোর্ট ও কোনো রাজনৈতিক নেতার মাথায় আসেনি কেন? সেই সময় কি আপনারা বা আপনাদের আগের প্রজন্ম কেউই কি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ও সুখাদ্য খাওয়ার দাবার খাননি বা গ্রহণ করেন নি, তাইতো সেই জন্যই হয়তো বিবেক খোলেনি সে সময়কার দেশাত্মবোধ ও আধ্যাত্মিক প্রজন্মগুলির তাই তারা বা তাদের সেই সময়কার সেকুলারিজম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রীরা ও পার্লামেন্ট এবং নির্বাচন কমিশনের বড় বড় বিগ ম্যানদের মাথায় আসেনি এসআইআর এর মতো বিষয়গুলি। কেননা বর্তমান সময়কার মানুষগুলি অতি আধ্যাত্মিকবোধ ও দেশাত্মবোধ সম্পন্ন। ২০১৪ সালের পর থেকে নটা গ্রহের অন্য অশুভ গ্রহগুলির প্রকোপ পড়েছে গোটা ভারতবর্ষে তথা সেকুলারিজম ইন্ডিয়ায়। ২০১৪ সালের পর থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত এই অশুভ গ্রহের প্রকোপগুলি থাকবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, এটা আমি মনে করি ঠিকই তবে কোনও মানুষের ভাবনার সাথে ভাবনা মিলিয়ে নয়। সুতরাং ২০২৮ সাল পর্যন্ত নটা গ্রহের মধ্যে কয়েকটি অশুভ গ্রহের যে প্রকোপ চলছে ও চলবে, তারই বিরুদ্ধে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে যাবেন রাজ্যের একমাত্র কিংবদন্তী নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলন ও লড়াই দেশের একটা কোন থেকে যেমন চলছে, ঠিক তেমনিভাবে দিল্লি থেকেও সেই একই ধরনের আন্দোলন ও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা। এই লড়াইয়ের জয় ওই জয়জয়কারগুলি একমাত্র নিস্তব্ধে লুকিয়ে রয়েছে ঈশ্বর শক্তি সময়ের মধ্যে, যে কথাগুলি আগে আমি বলেছি-সময় বলবান ও সত্যবান, তাই এখন থেকেই ভাবতে হবে সেই ঈশ্বর শক্তি সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমস্ত নতুন নতুন ভাবনার মানুষদের ভাবিত প্রতিফলনগুলি লুকিয়ে রয়েছে। সময়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অশুভ গ্রহের প্রকোপের পরাজয়ের ফর্মুলা, যে ফর্মুলা ২০২৮ সালের মধ্যে সময় হিসেবে ধরা দেবে স্বয়ং ঈশ্বর। আর ২০২৯ সালের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ সত্য পথে চলবার চেষ্টা করবেন বা বাধ্য থাকবেন। কারণ আধ্যাত্মিকবোধ ও দেশাত্মবোধ গত প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের যে সমস্ত মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে, তাদের মধ্যে থেকেই দেশের মানুষ জনকে রক্ষা করার জন্য ও সুরক্ষা দেবার জন্য ও নতুন নতুন আইন উপনীত করার জন্য দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন একেবারেই ঈশ্বর মার্কা লোকগুলি, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে সব মেনে নিতে হবে, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে সেই খাদ্যাভ্যাস মেনে নিতে হবে, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে ভয়ে অন্য দেশে চলে যেতে হবে, তারা যা আইন প্রণয়ন করবেন ও নীতি তৈরি করবেন, সেসব নীতি ও আইন সবটাই দেশের মানুষকে মেনে নিতে হবে ও সহ্য করতে হবে। তাই এইসবের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে কে? লড়াই করবে কে? জাগ্রত কারা হবে? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গান্ধী পরিবারের লোকজনকে দিয়ে অশুভ গ্রহগুলির এত বড় বড় প্রকোপের সঙ্গে লড়াই ও আন্দোলন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। তাই লড়াই আন্দোলন চলবে গান্ধী পরিবার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। তাতে কি রেজাল্ট বা ফল হবে জানিনা ও বুঝতেও পারছি না। কিন্তু এইটুকু বুঝে ফেলেছি আগামী ২৭ ও ২৮ এবং ২৯ সালের পরে গোটা দেশের মানুষের জন্য ও দেশের স্বার্থে একমাত্র ঈশ্বরই তার ঐশ্বরিক শক্তির হাতে শাসন ও প্রশাসন তুলে ধরবেন। তবে শেষ কথা বলতে গেলে অনিয়ম ও বেআইনি এসআইআর হয়,তাহলে অবশ্যই কংগ্রেসের গান্ধী পরিবার ও পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই জয় হবে বিভিন্ন শরিকের হাত ধরে ও সক্রিয় সহযোগিতায়।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরে বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও দেশের হাইকোর্টগুলি যে মন্তব্যই করুক না কেন, যে নিয়মই তৈরি করুক না কেন, আর যে পথই দেখাক না কেন আসল জয় দেশের নাগরিকের ও জনগণের জয় হতে বাধ্য, তবে তার জন্য দেশের জনগণ এবং নাগরিকদের ধৈর্য ধরতে হবে তথা সেকুলারিজম রাষ্ট্রের সবাইকে। সময় বড় শক্তিমান ও সময় বড় সত্যবান, সময়ই একমাত্র কথা বলবে ঠিক সময়ে এলেই, তাই সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের নাগরিকদের জন্য, সেকুলারিজম নাগরিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ও ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তা একদিন জয় এনে দেবেই। এ কেমন এসআইআর যা ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত কোনো সুপ্রিম কোর্ট কোনো নির্বাচন কমিশন কোনো হাইকোর্ট ও কোনো রাজনৈতিক নেতার মাথায় আসেনি কেন? সেই সময় কি আপনারা বা আপনাদের আগের প্রজন্ম কেউই কি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ও সুখাদ্য খাওয়ার দাবার খাননি বা গ্রহণ করেন নি, তাইতো সেই জন্যই হয়তো বিবেক খোলেনি সে সময়কার দেশাত্মবোধ ও আধ্যাত্মিক প্রজন্মগুলির তাই তারা বা তাদের সেই সময়কার সেকুলারিজম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রীরা ও পার্লামেন্ট এবং নির্বাচন কমিশনের বড় বড় বিগ ম্যানদের মাথায় আসেনি এসআইআর-এর বিষয়গুলি। কেননা বর্তমান সময়কার মানুষগুলি অতি আধ্যাত্মিকবোধ ও দেশাত্মবোধ সম্পন্ন। ২০১৪ সালের পর থেকে নটা গ্রহের অন্য অশুভ গ্রহগুলির প্রকোপ পড়েছে গোটা ভারতবর্ষে তথা সেকুলারিজম ইন্ডিয়ায়। ২০১৪ সালের পর থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত এই অশুভ গ্রহের প্রকোপগুলি থাকবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, এটা আমি মনে করি ঠিকই তবে কোনও মানুষের ভাবনার সাথে ভাবনা মিলিয়ে নয়। সুতরাং ২০২৮ সাল পর্যন্ত নটা গ্রহের মধ্যে কয়েকটি অশুভ গ্রহের যে প্রকোপ চলছে ও চলবে, তারই বিরুদ্ধে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে যাবেন রাজ্যের একমাত্র কিংবদন্তী নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলন ও লড়াই দেশের একটা কোন থেকে যেমন চলছে, ঠিক তেমনিভাবে দিল্লি থেকেও সেই একই ধরনের আন্দোলন ও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা। এই লড়াইয়ের জয় ওই জয়জয়কারগুলি একমাত্র নিস্তব্ধে লুকিয়ে রয়েছে ঈশ্বর শক্তি সময়ের মধ্যে, যে কথাগুলি আগে আমি বলেছি-সময় বলবান ও সত্যবান, তাই এখন থেকেই ভাবতে হবে সেই ঈশ্বর শক্তি সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষের সমস্ত নতুন নতুন ভাবনার মানুষদের ভাবিত প্রতিফলনগুলি লুকিয়ে রয়েছে। সময়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অশুভ গ্রহের প্রকোপের পরাজয়ের ফর্মুলা, যে ফর্মুলা ২০২৮ সালের মধ্যে সময় হিসেবে ধরা দেবে স্বয়ং ঈশ্বর। আর ২০২৯ সালের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ সত্য পথে চলবার চেষ্টা করবেন বা বাধ্য থাকবেন। কারণ আধ্যাত্মিকবোধ ও দেশাত্মবোধ গত প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের যে সমস্ত মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে, তাদের মধ্যে থেকেই দেশের মানুষ জনকে রক্ষা করার জন্য ও সুরক্ষা দেবার জন্য ও নতুন নতুন আইন উপনীত করার জন্য দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন একেবারেই ঈশ্বর মার্কা লোকগুলি, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে সব মেনে নিতে হবে, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে সেই খাদ্যাভ্যাস মেনে নিতে হবে, তারা যা বলবে দেশের মানুষকে ভয়ে অন্য দেশে চলে যেতে হবে, তারা যা আইন প্রণয়ন করবেন ও নীতি তৈরি করবেন, সেসব নীতি ও আইন সবটাই দেশের মানুষকে মেনে নিতে হবে ও সহ্য করতে হবে। তাই এইসবের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে কে? লড়াই করবে কে? জাগ্রত কারা হবে? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গান্ধী পরিবারের লোকজনকে দিয়ে অশুভ গ্রহগুলির এত বড় বড় প্রকোপের সঙ্গে লড়াই ও আন্দোলন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। তাই লড়াই আন্দোলন চলবে গান্ধী পরিবার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। তাতে কি রেজাল্ট বা ফল হবে জানিনা ও বুঝতেও পারছি না। কিন্তু এইটুকু বুঝে ফেলেছি আগামী ২৭ ও ২৮ এবং ২৯ সালের পরে গোটা দেশের মানুষের জন্য ও দেশের স্বার্থে একমাত্র ঈশ্বরই তার ঐশ্বরিক শক্তির হাতে শাসন ও প্রশাসন তুলে ধরবেন। তবে শেষ কথা বলতে গেলে অনিয়ম ও বেআইনি এসআইআর হয়,তাহলে অবশ্যই কংগ্রেসের গান্ধী পরিবার ও পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই জয় হবে বিভিন্ন শরিকের হাত ধরে ও সক্রিয় সহযোগিতায়।

দুর্গাপুরের গড় জঙ্গলে অবস্থিত শ্যামরূপা মন্দির - মনে আনবে রোমাঞ্চ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মাত্র ২/১ দিনের জন্য মনকে ফ্রেশ করার আদর্শ পথ হলো কোনো নির্জন প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরে আসা। কিন্তু দূরে কোথাও যেতে গেলে বাজেট ও সময় দুটোই অনেকের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই আজ আমরা ধারে কাছে এক সুন্দর রোমাঞ্চকর জায়গায় আপনাদের নিয়ে যেতে চাই। ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা বহু প্রাচীন এই মন্দির আজও ইতিহাস বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর পাশাপাশি শাল, পিয়ালের ওই ঘন জঙ্গলে রয়েছে হরিণ, ময়ূর ও নেকড়ে বাঘ, শেয়াল, গন্ধগোকুল-সহ নানা প্রজাতির রঙবেরঙের পাখি। দর্শন করতে চাইলে সপরিবারে সামনের উইকএন্ডেই চলে আসতে পারেন আপনিও পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের গড় জঙ্গলে। দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা ব্লকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গভীর জঙ্গলেই রয়েছে গড়ের শ্যামরূপা মন্দির। বহু প্রাচীন বাংলার প্রথম দুর্গাপুজো হয়েছিল গড়জঙ্গলের এই শ্যামারূপা মন্দিরে বলে দাবি মন্দিরের সেবায়েতের। দুর্গাপুজোয় এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। সেখানে রয়েছে মেধস মুনির আশ্রম। রাজা সুরথ সেখানে দেবী দুর্গার পুজো করেছিলেন বলে কথিত আছে। এলাকাটি একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ। সবুজ জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত মন্দির চত্বর প্রকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। জনশ্রুতি আছে কৃষ্ণভক্ত কবি জয়দেব ওই মন্দিরে এসে শ্যাম রূপে দেবী দুর্গার দর্শন পেয়েছিলেন, সেই থেকেই মন্দিরের নাম শ্যামরূপা মন্দির হয়। মন্দির চত্বরে রয়েছে একটি ওয়াচ-টাওয়ার। ওই ওয়াচ-টাওয়ারে চড়লে দেখতে পাবেন ঘন জঙ্গলের একটি ওভারভিউ। যা সত্যিই মনমুগ্ধকর। মন্দিরের সেবায়েতের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করলে শ্যামরূপার ভোগও পাবেন। ওই মন্দির থেকে কয়েক কিলোমিটার জঙ্গল পথে এগিয়ে গেলেই দেখা মিলবে হরিণের। সেখানে রয়েছে ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন একটি মন্দির ও দেউল থিম পার্ক।

জঙ্গলের বাইরে খাবারের সন্ধান, হাতির থাবায় মৃত্যু দুজনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাতির হামলায় প্রাণ হারালেন দু’জন। বৃহস্পতিবার রাত ও ভোরে বানারহাটে পৃথক দুই ঘটনায় ঘটে এই মর্মান্তিক মৃত্যু, যা মুহূর্তে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দেয় এলাকায়। আতঙ্কগ্রস্ত বাসিন্দাদের অভিযোগে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বানারহাট থানার পুলিশ, বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের বনকর্মী ও আধিকারিকরা। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাড়ানো হয়েছে এলাকার নিরাপত্তা। তবে এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। জানা যায় প্রথম ঘটনাটি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটার সময় ঘটে। বানারহাট ব্লকের দুরামারীর চানাডিপা গ্রামে অতর্কিতে হওয়া হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান বছর ৫০-এর সোমরা ওরাঁও। তাঁর বাড়ি পূর্বদূরামারী চানাডিপা গ্রামে। সোমরা ওরাঁওয়ের একেবারে বাড়ির কাছেই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরিবারের সদস্যরা জানান, আচমকাই একটি বুনো হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে এবং আক্রমণ চালায়। অপর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ। জানা যায়, বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া চা বাগানের সিশোখলা সংলগ্ন ঝোপের মধ্যে এদিন ভোরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। যা নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, মৃতের নাম গুরুয়া ওরাঁও (৬০)। চা বাগানের বাস লাইনের বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, হাতির হামলাতেই বছর ৬০-এর গুরুয়া ওরাঁওয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের দাবি, ভোরবেলায় খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির আক্রমণেই এই ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরেই হাতির একটি দল বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ও চা,বাগান এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও চা বাগানে আবার কখনও রাস্তার পাশে হাতির দলকে দেখা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, খাবারের সন্ধানে হাতির দল প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। অথচ এই বিষয়ে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকার মানুষের। ফলে রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের। আর এরমধ্যে হাতির হামলায় একই দিনে একের পর এক মৃত্যু আরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে এলাকার মানুষজনকে।

২২ আগস্ট কলকাতায় মোদীর হাতেই শুরু তিন মেট্রো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতাবাসীর জন্য আসছে ‘ঐতিহাসিক উপহার’। চলতি মাসের ২২ আগস্ট দমদমে প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোন তিন পথে ছুটবে পাতালরেল? রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এখন থেকে শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড, বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) এবং নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ (বিমান বন্দর) স্টেশনের মাঝে মেট্রো চলবে। অর্থাৎ, এ বার গ্রিন লাইন ১-এর সঙ্গে জুড়তে চলেছে গ্রিন লাইন ২। অন্য দিকে, ইয়েলো লাইনের সঙ্গে জুড়তে চলেছে রুবি মোড় থেকে বেলেঘাটাগামী অরেঞ্জ লাইন। খবরটি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যে রেলের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোও শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের তরফ থেকে সেই আমন্ত্রণ পাওয়ার পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে খবরটি জানিয়েছেন সুকান্ত। একে দুর্গাপুজোর আগে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক ‘ঐতিহাসিক উপহার’ বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তিন নতুন মেট্রো রুটের পাশাপাশি আগামী ২২ তারিখ হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সাবওয়েও উদ্বোধন করবেন মোদী। রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, রেল সংক্রান্ত নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শুধুমাত্র চলতি বছরের বাজেটেই ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা পেয়েছে বাংলা। এই মুহূর্তে রেল পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সব মিলিয়ে ৮৩,৭৬৫ কোটি টাকার কাজ চলছে পশ্চিমবঙ্গে। ১০১টি স্টেশনকে বিশ্বমানের রেলস্টেশন হিসাবে পুনর্নির্মাণ করার কাজ চলছে। এ ছাড়া, ইতিমধ্যেই ৯টি বন্দে ভারত এবং ২টি অমৃত ভারত ট্রেন চলা শুরু হয়েছে। সেই আবহে এ বার ভূগর্ভস্থ পথে পাতালরেল পরিষেবার পরিসর আরও বিস্তৃত করার পথে হাঁটল রেল। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বঙ্গের দিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে বিজেপি। তার মাঝে ২২ অগস্ট শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। দমদমে প্রশাসনিক কর্মসূচি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি জনসভাও রয়েছে তাঁর। প্রশাসনিক কর্মসূচি থেকেই কলকাতা মেট্রোর তিন রুটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে ও ১৮ জুলাই দুর্গাপুরেও এসেছিলেন। বিজেপি সূত্রে খবর, চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০টি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কলকাতা সফর তার মধ্যে অন্যতম।

Dr. Santosh Kumar
HIP AND KNEE FOUNDATION CLINIC
My Knee My Life
P-332, Lake Town, Block - A,
(Near Lake Town Police Station), Kolkata 700089

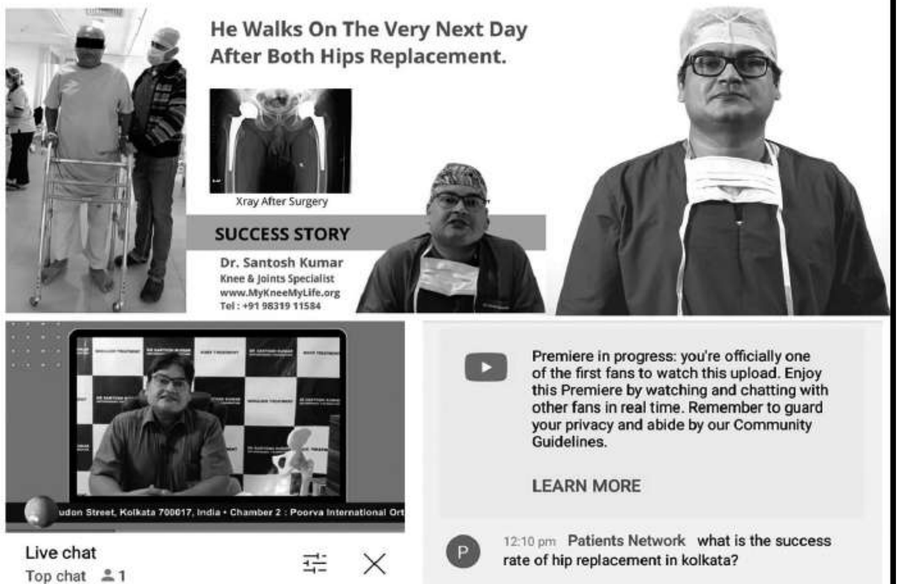

Consultant
Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon,
HEAD, Institute of Computer Assisted, Joint Replacement Surgery, Belle Vue Clinic
9 Loudon Street, Kolkata-17 , Woodlands Multi speciality Hospital
For Appointment : 9831266632
Dr. Santosh Kumar
Expert Orthopedic Surgeon, MBBS, D.Ortho, Mch(Ortho)
E-mail: santdr@gmail.com , Website: www.mykneemylife.org
Dial : +91 98319-11584

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৫, শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২

স্বাধীনতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে এটা সবারই জানা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনতে গিয়ে কত প্রাণ বলিদান হয়েছে তার কথাও কি কোনও রকমভাবে বিশদে লেখা রয়েছে? তা হয়তো লেখা নেই। ইংরেজ সরকারে পুলিশ বাহিনী কত গোপনে বিপ্লবীদের হত্যা করেছে তা অজানা হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে দেখা দিয়েছিল ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা। এই রকম স্বাধীনতার জন্য তো ভারতীয়রা প্রাণ দেয়নি। সংগ্রাম করেনি। কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য তখন কত ক্ষমতালোভীরা লালায়িত ছিল। তাদের লোভের ফলেই আজকে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়ো। তারপরে বিপ্লবী অরবিন্দ জোরদার সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম করে সফল হতে পারেননি তবুও বলতে হবে তাঁর আত্মত্যাগের কথা। তিনি সব কিছুকে ত্যাগ করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেননি। এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। রাসবিহারী বোসও জাপানে পালিয়ে গিয়ে সেখানে নিজের আত্মরক্ষার জন্য জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ঘর সংসার করতে পারেনি। বিপ্লবীরা সবাই কিন্তু দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে রাস্তায় এসে নেমে পড়ে ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। গান্ধিজিও সংসার ধর্ম ত্যাগ করে দেশের জন্য আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আন্দোলন ছিল অহিংসা। তবুও তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্র দেশবাসীদের একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস দলটা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মঞ্চ। স্বাধীনতা লাভ কররা পর গান্ধিজি বলেছিলেন কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলটা তুলে দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা লোভীরা কংগ্রেস দলটাকে বাঁচিয়ে রেখে ক্ষমতা ভোগের মঞ্চে রূপান্তরিত করে। আগস্ট মাসকে স্বাধীনতার মাস বলা হয়ে থাকে। এই মাসে বহু দেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন রাজনৈতিক নেতাদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি আবার বহু কবি লেখক এবং গায়কদের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বহু সাংস্কৃতিক মনস্ত মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' এখন গানটি আমাদের শিহরিত করে। স্বাধীনতার প্রতিটি গান আমাদের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। কবি রঙ্গলাল থেকে শুরু করে রজনী কান্ত, ডি এল রায় স্বাধীনতা লাভের জন্য কলম ধরেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বহু স্বদেশি সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করেছিলেন। আজও সেই সব স্বদেশি সঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। কবি নজরুল 'কারার ওই লৌহ কপাট'গানটি গাইবার সময়ে নেতাজির চোখ দিয়ে জল পড়তো। ফেলেছেন। এদের আত্মত্যাগের কথাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এদের কথা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার কথা বলতেই হবে। তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে বাংলার বিপ্লববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিপ্লবী অরবিন্দ। অরবিন্দের চরিত্র হচ্ছে রূপান্তরিত।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত, একজন লেখিকা এবং পরিসংখ্যানবিদ। যিনি দ্যা লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প নামে পরিচিত ছিলেন। বাবা উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেল এবং মা ফ্রান্সিস নাইটিঙ্গেলের অভিজাত পরিবারে ১৮২০ সালের ১২ মে মাসে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ছোটবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল নার্স হওয়া। কিন্তু তখনকার সময়ে নার্সিংকে সম্মানের চোখে দেখা হতো না। এছাড়া তার পিতা-মাতা চাননি ফ্লোরেন্স নার্স হোক। তাই ফ্লোরেন্সকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কেননা তার নিজ বাড়িতে তার স্বপ্নটি পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তার জীবদ্দশায় তিনি ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত লন্ডনের 'কেয়ার অব সিক জেন্টলওমেন ইনস্টিটিউটের' তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে গেছেন। ১৮৫৫ সালে তিনি নার্স প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য কাজ শুরু করেন। নিরলস প্রচেষ্টায় ১৮৫৯ সালে তিনি নাইটিঙ্গেল ফান্ডের জন্য সংগ্রহ করেন প্রায় ৪৫ হাজার পাউন্ড। পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর গবেষণা চালান। যা ভারতবর্ষে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবদান রাখে। ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৮৫৯ সালে তিনি 'রয়্যাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটির' প্রথম সারির সদস্য নির্বাচিত হন। লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে নার্সিংকে সম্পূর্ণ পেশারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৬০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল' যার বর্তমান নাম 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্কুল অব নার্সিং'। এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েলের সাথে যৌথভাবে ১৮৬৭ সালে নিউইয়র্কে চালু করেন 'উইমেন্স মেডিক্যাল কলেজ'। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় নার্সিংয়ের উপর বইও লিখেছেন। তিনি অসংখ্য পদক আর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৮৮৩ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া তাকে 'রয়েল রেডক্রস' পদক প্রদান করেন। প্রথম নারী হিসাবে 'অর্ডার অব মেরিট' খেতাব লাভ করেন ১৯০৭ সালে। ১৯০৮ সালে লাভ করেন লন্ডন নগরীর 'অনারারি ফ্রিডম' উপাধি। এ ছাড়াও ১৯৭৪ সাল থেকে তার জন্মদিন ১২ মে পালিত হয়ে আসছে 'ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে'। যার মধ্যেমে সম্মান জানানো হয় এক নারীকে যিনি তার কর্মে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

আদর্শই দেশকে পারে বাঁচাতে। নাহলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। ঠাকুর চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সর্বদাই মনের কথা খুলে বলবে। কারোর কঙ্গে বিবাদ করবে না। সব সময়ে সবার মধ্যে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পকাশ করার চেষ্টা করবে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। মানসিক শক্তি লাগবে। জাগতিক শক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। নিজেদের অন্তরের ভিতরে যে ভগবান রয়েছে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। মনের ঈশ্বরকে যদি জাগ্রত করে যেউ যদি কোনও কিছু করতে চায় তাহলে তাকে পরাস্ত করা খুবই অসম্ভব। নিজের কাজকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মনের ইচ্ছাকে পরিস্ফুটিত করতে হবে। মনের মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। আত্নরিক হতে হবে। সব সময় ঈশ্বর শক্তি পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে। ঈশ্বর শক্তি পাওয়ার পর সেটা যেন অপব্যবহার না করা হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিজের ওপরে ভরসা রাখতে হবে। মনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবী অরবিন্দের নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে

বিশেষ প্রতিবেদক

(১৫ আগস্ট ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিয়েছিলেন পণ্ডিচেরি থেকে। তাঁর জন্মদিনের ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের এই প্রতিবেদন)

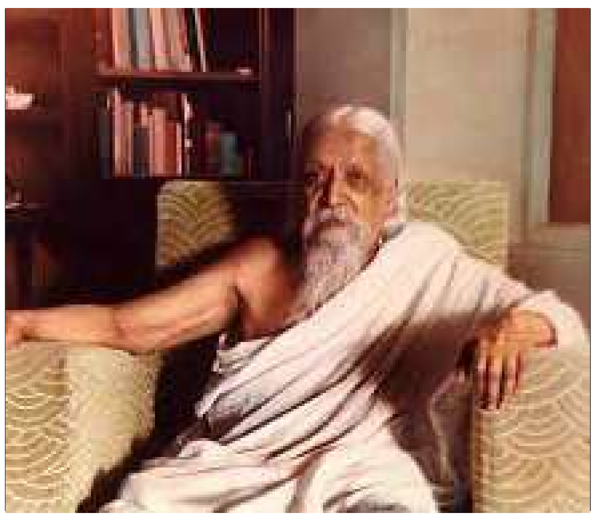

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ বিলেত থেকে বরোদায় এসে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গাইকোয়াডের এস্টেটে কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সব কিছু দেখাশুনা করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা পালন করা হতো। তখন তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা না করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিতে থাকেন। ১৮৯৯ সালে জাপানের শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারত সফরে। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তেঘরিয়ার জমিদার শশীভূষণ রায়চৌধুরী এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই সভায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরা বলেছিলেন, ভাবতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজও এদেশ কেন পরাধীন, আর সাহিত্যিকেরা কেন এই পরাধীন মোচনে নিশ্চিষ্ট। এই মৃদু ভর্ৎসনা সেই সময়ে প্রমথনাথের মনে আঘাত করেছিল। তারপরে দীর্ঘ আলোচনা পরই ১৯০২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন 'অনুশীলন সমিতি' আত্মপ্রকাশ করলো। এই সংস্থার সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তখনও তিনি দেশবন্ধু বলে পরিচিতি লাভ করেননি। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র দাস। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তা কারণ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক মাস পরে বিবেকানন্দ পরলোক গমন করেন। তবে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ ত্যাগ করেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য তিনি বেলুড় মঠের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর অন্য কাজগুলি একেবারে অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেই কারণে তিনি বেলুড় মঠ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। সেখানে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা দিয়ে যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দও ছিলেন। তিনি বরোদায় উপস্থিত হয়ে গাইকোয়াডের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু গাইকোয়াড পরিস্কার করে নিবেদিতাকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর সমর্থন পেতে গেলে আগে অরবিন্দের সঙ্গে মতকে পেতে হবে। তিনি সম্মতি দিলে তবেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন। অরবিন্দের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন নিবেদিতা। বাংলার বিপ্লবী সংগঠন গড়তে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন অরবিন্দ। বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবারে তিনি মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন।

বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের বাংলা থেকে বিদায় দিতে হবে সেই মানসিকতা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সর্বস্তরে বার্তা পৌঁছে গেল আর বিদেশি শাসন চাই না। এই শাসন দেশকে ভাগ করতে শেখায়। বাংলা ভাগ করে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিল। স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি পেল। সেই সময়ে দেশাত্মবোধের বীজ রোপন করেছিলেন অরবিন্দ। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এই সময়টা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। তারপরে বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব শুরু হতে থাকে। বিপ্লবী সংগঠনকে মজবুত করতে এবারে ডাক পড়লো বারীন্দ্রকুমার ঘোষের। তিনি গুপ্ত সমিতি নির্মাণে করতে ইচ্ছুক তরুণদের সন্ধান করতে শুরু করে দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা গুপ্তসমিতির তরুণ সদস্যদের ক্লাস নিতেন। সেখানে ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও তিনি করতেন।

১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' গানটি নিজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা ছিল না। তখন বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা নাম ছিল চার্লস টেগার্ট, লাট সাহেব ফুলার এবং চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলের নাম। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই তাঁর নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকার খাতায় এসে উপস্থিত হল। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা মামলা চলার সময়ে রাস্তায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। সেই জনসমাগমকে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। সেই সময়ে সুশীল সেন নামে একজন চোদ্দ বছরের বালক চড়াও হল একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের ওপরে। তিনি সাহেব পুলিশের মুখে ঘুসি মেরে ছিলেন। সেই অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সুশীল সেনকে ১৫ বার বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। পনেরো বার বেত্রাঘাত খাওয়া সময়ে সুশীল পনেরো বার 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেছিলেন। কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা কালে সুশীল সেনের নাম উঠে এসেছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল মুজফফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। সুশীল এবং প্রফুল্ল চাকিও থাকবে। পরে সুশীলকে তালিকা থেকে দিয়ে দেওয়া হয় ক্ষুদিরামকে যুক্ত করা হয়েছিল।

লাট সাহেব ফুলার হত্যার পরিকল্পনা ঃ বাংলার পূর্বাঞ্চলের লাট সাহেব ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। তাঁর আদেশে পূর্ব বাংলার 'বন্দে মাতরম' স্লোগান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এবারে ফুলারকে সরিয়ে দেওয়ার বৈঠক হল। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ এবং চারু রায়। বারীন ঘোষের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হল। বারীন ঘোষ এবং মণী লাহিড়ী শিলংয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন লাটসাহেব গোহাটি গিয়েছেন। তারপরে তাঁরা সংবাদ পেলেন লাট সাহেব রংপুরে দিকে গিয়েছেন। সঠিক কোথায় যাচ্ছেন সেই খবর বিপ্লবী পাচ্ছিল না। শেষে গোয়ালন্দের স্টেশনে লাট সাহেব আসার খবর পেয়ে সেখানে স্টেশনে বোমা বেঁধে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেবের রেল গাড়ি এসেছিল। কিন্তু সেই দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে ফিরে চলে গিয়েছিল লাট সাহেব ফুলারের গড়ি। তার ফলে ফুলার হত্যা হল না। পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। ঠিক হল বিলাতে গিয়ে ফুলারকে হত্যা করা হবে।

লাট সাহেব স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা ঃ পশ্চিমবঙ্গের লাট সাহেব স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। সেই হত্যার দায়িত্ব এসে পড়ে বারীন ঘোষের ওপরে। বারীন ঘোষ রেল লাইনে বোমার রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন নরেন গোঁসাইয়ের ওপরে। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং বিভূতি চন্দননগরে বেশ কয়েকদিন ছিলেন। মানকুণ্ডু লাইনের ওপরে বোমা রাখা হয়েছিল। সেটাও ফাটেনি। মেদিনীপুরের নারায়ণ গড়ে গিয়ে বিপ্লবীরা লাটকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এবারে লাইনের নিচে ডিনামাইট পুঁতে রেখে এসেছিলেন বিভূতি। সেই ডিনামাইট ফাটলেও লাটের কোনও ক্ষতি হয়নি। পুলিশ নড়েচড়ে বসে এবং অপরাধীদের ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা ঃ বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত হল ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে পাঠানো হল

আন্দামান সেলুলার জেল ছিল বাঙালি বিপ্লবীদের শাস্তিস্থল

প্রতি বছরই বহু লোক ঘুরতে যান এই আন্দামানে। যারা আন্দামান সেলুলার জেল দর্শন করতে যান তারা সকলেই মূল ফটক দিয়ে ঢুকলে দেখতে পান শহীদ পার্ক। আর সেখানেই আছে ছয় জন বিপ্লবীর ভাস্কর মূর্তি। একটি মূর্তির নীচে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা আছে ইন্দুভূষণ রায়। কে এই ইন্দু ভূষণ? কি তাঁর আসল পরিচয়? বাইশ বছরের ছেলে নাম ইন্দুভূষণ রায়। আলিপুর বোমা মামলায় সাজা পেয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে এসেছেন। নির্দয় ব্রিটিশ জেলার তাঁকে কাজ দিল জঙ্গলে। কঠিন কাজ ঊ জঙ্গলে এক বিশেষ ধরণের আন্দামানি গাছ আছে, সেই গাছের ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করতে হবে। গাছের আঁঠার বিষে কয়েকদিনের মধ্যেই দুই হাতে ঘা হল ইন্দুভূষণের। তবুও ছাড় পেলেন না। একদিন জমাদারকে বললেন অন্যদের মত তাঁকেও জেলের ভিতরের কাজ দিতে রাজি হল জমাদার। ইন্দুভূষণের হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কাজ দেওয়া হল জেলের ভিতরে। খানিকটা খুশি হলেন ইন্দুভূষণ। জেলের ভিতর অন্তত পরিচিত কিছু মুখ দেখা যাবে বলে আশা প্রকাশ করলেন। দুদিন পরেই আবার হুকুম এল, ইন্দুভূষণকে জঙ্গলে গিয়েই কাজ করতে হবে। এবার বেঁকে বসলেন ইন্দু। কিন্তু কেই বা শুনবে? জেলার আরও কঠিন শাস্তি দিলেন। আগের চেয়েও দ্বিগুণ কাজ জঙ্গলে গিয়ে করতে হবে এই আদেশ এল। ইন্দুভূষণ কয়েকদিন জঙ্গলে কাজ করলেন। দুই হাতের বিষাক্ত ঘা ভয়াবহ আকার নিল। জেলারকে গিয়ে ইন্দুভূষণ বললেন, তাঁকে অন্য কাজ দিতে জেলার রাজি হলেন না। ইন্দুভূষণ হাত দেখিয়ে বললেন, ঘায়ের জন্যে ডান হাত দিয়ে ভাত খেতেও পারছিলেন না। জেলার হাতের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলেন, বাঁ হাত দিয়ে খাও ঊ ইন্দুভূষণ বাঁ হাত দেখিয়ে বললেন, বাঁ হাতেও ঘা ভরে গেছে, কয়েকদিনের জন্যে আপনি আমাকে অন্য কাজ দিন, ঘা ঠিক হয়ে গেলে আবার জঙ্গলের কাজ দেবেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে জেলার বলে, ঠিক আছে অন্য কাজ দিচ্ছি, কাল থেকে ঘানি টানবে। ইন্দুভূষণের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। কাতর হয়ে জেলারকে অনুরোধ করে, স্যার এই হাত দিয়ে ঘানি টানা সম্ভব না, যন্ত্রনায় মরে যাব। এসব বাজে আবেদনে কান দিতে চায় না জেলার। ইন্দুভূষণ বুঝতে পারল তাঁর আবেদন কেউ শুনবে না। এই যন্ত্রনা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। দিন ১৯১২ সালের ৯ এপ্রিল। ঐদিন রাতে সেলের নির্জন কুঠুরির অন্ধকারে ইন্দুভূষণ নিজের গায়ের কুর্তাটা টান দিয়ে ছিড়ে ফেললেন। সেই কাপড় গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করে ইন্দুভূষণ রায়।

ইন্দ্রভূষণ রায়ের জন্ম ১৮৯০ সালে খুলনায়। স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করায় তাঁকে নাকি বিয়ে দিয়ে সংসারের জোয়ালে বাঁধার তোড়জোড় হচ্ছিল। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বন্ধনভীরু ইন্দু কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে আলাপ হয় বারীন ঘোষের সঙ্গে। বারীন ঘোষ তাঁকে মানিকতলার বাগান বাড়িতে নিয়ে যান। বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন ইন্দু। সেই সময় ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের একটি প্রধান উৎসস্থল ছিল। তৎকালীন মেয়র সেই উৎসটি বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বারীন ঘোষ ইন্দুভূষণকে দায়িত্ব দেন ওই মেয়রকে হত্যা করার। ইন্দুভূষণ মেয়রের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে মেয়র তার্দিভেল। বিলাতে চলে যান। পরবর্তীতে বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন ইন্দুভূষণ রায়। দশ বছর দীপান্তরের সাজা হয় তাঁর আন্দামান সেলুলার জেলে। আন্দামান সেলুলার জেলে বেশিরভাগ কয়েকটি ছিল বাঙালি। বাঙালি বিপ্লবীদের ধরে নিয়ে গিয়ে সেখানে নির্বাসন দেওয়া হতো। কারোর কারাজীবন ছিল দশ বছর আবার কারোর বারো বছর।

সুভাষ চন্দ্র বোস প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই ব্রিটিশ বিরোধী হন

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রেসিডেন্সি কলেজে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু সহজে মিটে যায়নি। দু'দুটো তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস। তারপরে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির তৈরি করা হয়েছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কলেজের অধ্যক্ষকে এই কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই

তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে তাই অধ্যক্ষ নিজেকে অপমানিত বোধ করে কমিটির সদস্যপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি অধ্যক্ষ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তবে তদন্ত কমিটির সামনে ওটেন কোনও ছাত্রে নাম করে নালিশ করেননি। তিনি কি ঘটনা হয়েছিল তাও পরিস্কার করে বলতে পারেননি বা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তাহলে দেখা গেল যে শিক্ষক স্বয়ং ছাত্রদের নামে নালিশ করতে অপারগ হচ্ছেন। যে শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন তিনি নিজেই তদন্ত কমিটির কাছে দোষী ছত্রে নাম বলতে পারছেন না কিংবা দ্বিধাবোধ করছেন। তাহলে দেখতে পাওয়া গেল যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তদন্ত কমিটি ঘটনার সত্যকে প্রকাশ করেছেন বা বলতে গেলে বহু কথার মধ্যে দিয়ে সার কথাটাকে প্রকাশ করেছেন। তদন্ত কমিটির সদস্যারা প্রকৃত অভিযুক্ত ছাত্রদের নাম বলতে পারেনি। তারা অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছিল যে সুভাষ চন্দ্র বাস এবং অনঙ্গমোহন দাম দোষী ছিল। সেই নিগৃত শিক্ষক পরবর্তীকালে সুভাষ বোসের রহস্যজনক নিহত হওয়ার সংবাদ ব্যথিত করে ছিল এবং তিনি আশ্চর্য হযেছিলেন। হাজার হোক সুভাষ বোস তাঁর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি তাঁর সুভাষকে ছাত্রকে সম্মান দিয়ে একটি সনেট রচনা করেছিলেন যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৭ সালে। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শিক্ষক ওটেন সুভাষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রত্যেক ছাত্রদের ভালোবাসতেন। তিনি চাইতেন ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জগৎ সভায় যতে বড় হতে পারে। সেই দিকে তাঁর বেশি নজর ছিল। সেই কারণে তিনি ক্লাস চলাকালীন কোনও গণ্ডগোল বরধাস্ত করতে পারতেন না। তবে এটা ঠিক যে ওডেন নিজেকে একজন বলিষ্ট ইংরেজ শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ব্রিটিশ গর্বের কথাকে তুলে ধরতেন এবং তার সঙ্গে বাংলার বিশেষ করে ভারতের তুলনা করতে বহু নিন্দামূলক বাক্য ব্যবহার করতে পারেন। সেই কারণে শিক্ষক ওটেনের ওপরে ছাত্র সমাজ বেশ রুষ্ট ছিল। তব শিক্ষক হিসাবে ওটেন যে খুব উঁচু দরের শিক্ষক ছিলেন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যখন তিনি তদন্ত কমিটির সামনে কোনও ছাত্রের নাম ধরে নালিশ করেননি। ছাত্ররা তাঁর কাছে ছেলে মানুষ। তারা মধ্যে মধ্যে মাথা গরম করে থাকতে পারে। তা বলে তাদেরকে কলেজ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া বা উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না শিক্ষক ওটেন। ওটেন নিগ্রহের পরে ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তারা দুইদিন ক্লাস করেনি। ছাত্ররা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ওটেন ছাত্রদের গায়ে হাত দিয়েছেন। এর প্রতিকার করতে হবে। শিক্ষক ওটেনকে কেন্দ্র করে যেভাবে কলেজের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল যে শিক্ষকতার পদ থেকে নিজেকে সরিয় নিয়ে ওটেন সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলেন। তবে তদন্ত কমিটির সামনে সুভাষ সব দোষের বোঝা নিজের কঁধে বহন করেছিলেন। আসলে ওটেনের ঘটনাটি হচ্ছে রাজপুরুষদের প্রতি ভারতীয়দের প্রতিবাদ। কলেজ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার হয়েছিলেন সুভাষ। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২.০৭.১৯১৭ সালে সুভাষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়। তার ফলে সুভাষ চন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে এবং বিএ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ সালে তিনি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

এরপরে আর সুভাষের সঙ্গে ওটেনের কোনও সাক্ষাৎ বা আলোচনা হয়নি। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবর্ষ স্মারক পত্রিকায় অধ্যাপক ওটেন কলজের পড়াশুনার অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে একটি ছোট স্মৃতিচারণা করেছিলেন। সেখানে ছাত্র ধর্মঘট কথা উল্লেখ থাকলেও সুভাষের কথা সেখানে ছিল না। তবে ১৯৪৫ সালে সুভাস বোসের রহস্যজনক মুত্যর খবর পাওয়া মাত্র তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন তা পরিস্কার। সুভাষের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে একটি সনেট রচনা করেছিলেন তিনি। সনেটটি হল -" Did I once suffer, Subhash, at your hand? /Your patriot heart is stilled! I would forget! / Let me recall but this, that while as yet /The Raj that you once challenged in your land / Was mighty, Icarus -like your courage planned / To met the skies ...

লেখকের কলমে প্রমথ চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধুভাষা ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দিলেন। ঝুঁকলেন আম-জনতার মুখের ভাষায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জামাইয়ের হাতে শ্বশুরের এমন দীক্ষা গ্রহণ প্রথম ও অদ্বিতীয়। জামাইয়ের নাম প্রমথ চৌধুরী তাঁর সহধর্মিণী ইন্দিরা। সন্তানসম্ভবা জ্ঞানদানন্দিনীর খুব ইচ্ছে এবার মেয়ে হোক। কোল আলো করে এসেছিলেন কন্যা ইন্দিরা। প্রাণভরে তাঁকে সাজাবেন, জননীর ইচ্ছেপূরণ হয়েছিল। অপরূপা ইন্দিরা শুধু রূপে নয় গুণবতী হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম বি এ পাশ করেছিলেন। দাম্পত্য জীবনেও স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ের মেধা, সাহিত্য চর্চা সেকালের অন্যতম সেরা দম্পতিদের তালিকায় থাকবে। ইন্দিরার স্বামী প্রমথ চৌধুরী কম কিসে! তিনি জমিদার বংশের সন্তান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, বিলিতি শিক্ষাপ্রাপ্ত, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে নতুনত্ব এনেছিলেন। রবীন্দ্র নাথ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, সবুজপত্রের সম্পাদক রূপে তিনি যেমন নতুন লেখক গড়ে ছেন, তেমন রবীন্দ্র নাথের মত প্রতিষ্ঠিত, শীর্ষ লেখককে চলতি ভাষার ধর্মে স্থায়ীভাবে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন।

সবাই জানেন কবির ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবী কবির স্নেহের অংশীদার হয়েছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে সব চিঠি প্রথমে ছিন্নপত্র (পরে ছিন্নপত্রাবলী)- রূপে প্রকাশ হয়েছে সে সব চিঠি চলতি ভাষায় লেখা। তার আগে এমন সুন্দর চলতি ভাষায় কোনও লেখকের কোনও রচনা ছাপার অক্ষরে বেরোয় নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমীয় ভাষার প্রবর্তক ছিলেন তা ওই খানে শেষ। আর কেউ সাহিত্য রচনায় (কথোপকথনের ভাষা ভিন্ন) এ ভাষা ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও না। আশ্চর্য ব্যাপার এই রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় ইন্দিরাকে চিঠি লিখলেন, এবং যে ভাষা নিজে সাহিত্য রচনায় ব্যবহার করলেন না, সেই চলতি ভাষায় লেখা চিঠির উদ্দিষ্টা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এমন ভাবে দীক্ষিত করলেন, সবুজপত্রের যুগের পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাধুভাষা ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দিলেন। জামাইয়ের হাতে এমনভাবে শ্বশুরের দীক্ষা গ্গ্রহণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম ও অদ্বিতীয়।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় মজার এক কাহিনী লিখেছেন। বোধহয় ১৮৮৪ খ্রিঃ সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণ প্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুস্পুত্রীকে।.... নারায়ণ বললেন 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রীটিকে দেখে চলে আসি চল। শুনছি মেয়েটি না কি অতি সুন্দরী। আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ির খুকি দেখবার লোভ আমার নেই'। প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরাকে বিয়ে করেন।

পরম্পরাগত প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিবর্তে বায়োডিগ্রেডেবল কম্পোস্টেবল উপকরণ গ্রহণের জন্য আইআইটি গুয়াহাটির সাথে সহযোগিতা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৪ আগস্ট ঃ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রচলিত প্লাস্টিকের পরিবর্তে বায়োডিগ্রেডেবল এবং কম্পোস্টেবল উপকরণ প্রবর্তন করার জন্য আইআইটি গুয়াহাটির সাথে হাত মিলিয়ে পরিবেশগত স্থাযিত্বের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আইআইটি গুয়াহাটির অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও বিকাশ কেন্দ্রতে অধ্যাপক বিমল কাটিযারের নেতৃত্বে তৈরি এই আইএসও ১৭০৮৮ অনুরূপ বায়ো-প্লাস্টিকটি কম সময়ের মধ্যেই কম্পোস্টে নষ্ট হয়ে যায়। পাইলট পদক্ষেপ হিসেবে, ১৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সমস্ত ট্রেনে যাত্রীদের লিনেন বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত ব্যাগগুলির পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব সবুজ বেড-রোল ব্যাগ বিতরণ করার পরিকল্পনা করেছে। ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশের টার্মিনাল থেকে রওনা দেওয়া ২৫টি ট্রেনে প্রায় ৪০,০০০টি ব্যাগ বিতরণ করা হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদাই

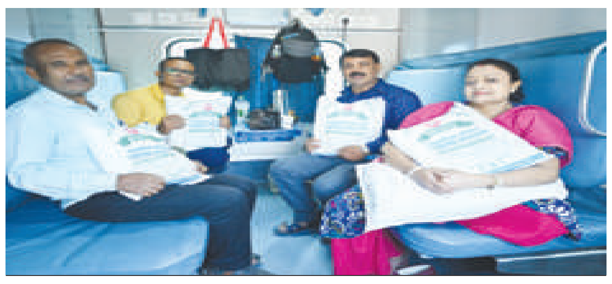

তার পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। এই জোন দ্রুত রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ, সৌরশক্তি উপাদন, হাতী এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সুরক্ষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা, অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট, বায়ো- টয়লেট, মেকানাইজড ক্লিনিং সিস্টেম, কঠিন বর্জ্যের সার তৈরি, বনায়ন এবং বর্জ্য জমিকে সবুজ এলাকায় রূপান্তর বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, কামাখ্যাস্থিত ইনোকুলাম জেনারেশন প্ল্যান্ট জৈব-অবচনযোগ্য বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা ব্যবহৃত বেড-রোল ব্যাগগুলিকে নতুন ব্যাগে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করেছে, যার ফলে প্লাস্টিক দূষণ আরও কমে গেছে। আইআইটি গুয়াহাটির সাথে সহযোগিতা, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থায়ী পরিবেশ-বান্ধব পদক্ষেপের সাথে মিলিত হযে, সবুজ রেলওযে পরিচালনের দিকে একটি ব্যবহারিক এবং স্কেলযোগ্য পদ্ধতির পরিচয় দেয়। এই পদক্ষেপটি কেবল স্থায়ী এবং পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল সমাধানের মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করে না বরং ল্যান্ডফিল বর্জ্য হ্রাস, কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণেও অবদান দেয়। পরিবেশগত দায়িত্বের সাথে কার্যক্ষম দক্ষতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে সেক্টর এবং এর দ্বারা পরিষেবা প্রদান করা সম্প্রদায়ের জন্য একটি পরিষ্কার, সবুজ এবং আরও স্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং.: এলএমজি/ইএনজিজি/৫৬ অফ ২০২৫, তারিখ: ১১-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ সিনিয়র ডিইএন/।/লামডিং -এর আওতাধীন শেনচোয়া-মৈরাবাড়ি (মোট=৪৯.৮০ কিমি) সেকশনে ৬০ কেজি (৯০ ইউটিএস) রেলের দ্বারা বিদ্যমান ৫২ কেজি রেলের বিজি টিআরআর(এস)। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,১৪,৭২,৪৮৬.০৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,৫৭,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় ০৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Notice Inviting e-Tender

Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are-**03/A-II GP/25-26 (Sl.No 01 to Sl. No. 08), Dt-07/08/25** for CONSTRUCTION OF CC ROAD AND OTHERS under 15TH FC 2025-26 1ST INSTALLMENT UNTIED GRANT. Bid Submission last dt-20/08/25, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website **wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

ভিডুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLCO32554
নিবন্ধিত অফিসঃ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ ২২৪০ ৩৩০৬
ওয়েবসাইটঃ **www.vcmil.com** ই-মেইলঃ **companysecretary@groupmanjushree.com**

স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি অংশ
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৫ (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০।৬।২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী সমাপ্ত সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যান ৩১।৩।২৫ (পরীক্ষিত)
মোট কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	২.১৯	১৭.৬৮	১১.৯০	৪৬.০৩
এই সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে এবং ব্যতিক্রমী আইটেম)	(২.৮৭)	(১০.৬০)	৫.৮৮	১৩.১১
এই সময়ের জন্য নিট লাভ (করের পরে এবং ব্যতিক্রমী আইটেম)	(২.৮৭)	(১৩.৯০)	৫.৮৮	৯.৮১
এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (এই সময়ের জন্য লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় সহ)	-	-	-	--
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	(৯৩.৮১)
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়)				
(ক) মূল	(০.৬৪)	(৩.০৯)	১.৩১	২.১৮
(খ) মিশ্রিত	(০.৬৪)	(৩.০৯)	১.৩১	২.১৮

দ্রষ্টব্য
ক) উপরে উল্লেখিত তথ্যটি SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vcmil.com-এ পাওয়া যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
ভিডুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বা /-কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN: 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৫

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অ-নিরীক্ষিত
আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষেপণ (টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র: বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত
কারবার থেকে আয় (নিট)	৩০১১.৩২	২৪২২.৯২	৬৭৬.৪৪	৫৮৬২.০৪	৩৩৩৯.৪১	২৭৬৩.৫৭	৯১৬.১১	৭০৪০.৮০
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৬৩৭.৫৫	৬২৪.৩৫	৭০.৬৩	১০৪২.৯৪	৭৫৬.৪৯	৭২৭.০৩	১৮৯.৭৭	১,৪২৯.৯৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৬৩৭.৫৫	৬২৪.৩৫	৭০.৬৩	১০৪২.৯৪	৭৫৬.৪৯	৭২৭.০৩	১৮৯.৭৭	১,৪২৯.৯৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৪৬৩.৫০	৪৬৩.৫৫	৪৪.৪২	৭৮৫.৯৮	৫৬৬.৮৪	৫৫৩.৯৯	১৫২.২৭	১১৩৬.৯১
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত	১০৩২.১০	১৬২৯.৯৯	৪৫২.৮২	৬৫৪৩.৬১	১১৩৫.৪৩	১৭২০.৪২	৫৬০.৬৭	৬৮৯৪.৫৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০
রিজার্ভ আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	১৬৩৫৫.৩৫	-	--	-	১৯৫৬৬.২৪
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নহে)								
মূল	৩.১৯	২.৯১	০.৩৭	৬.০৮	৩.৯০	৩.৪৭	১.২৭	৮.৭৯
মিশ্র	৩.১৯	২.৯১	০.৩৭	৬.০৮	৩.৯০	৩.৪৭	১.২৭	৮.৭৯

মন্তব্যঃ
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com/ www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.ntcind.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা /- **অভিজিত মাইতি**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০৪৫৬০৫০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫ আগস্ট, ২০২৫

কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি আজ অর্থাৎ ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে মেট্রোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি নতুন চেহারার মেট্রো স্মার্ট কার্ড উন্মোচন করেছেন। মেট্রো স্মার্ট কার্ড ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য শহরের একটি বেসরকারি কোম্পানির সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে, এই নতুন চেহারার স্মার্ট কার্ডগুলি শীঘ্রই ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত বুকিং কাউন্টারে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের কাছে এই ধরণের ৩ লক্ষ নতুন স্মার্ট কার্ড বিক্রি করা হবে। এই পদক্ষেপ মেট্রো রেলওযেকে তার ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে সহাযতা করবে। ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব বিজ্ঞাপন তৈরির জন্য মেট্রো রেলওযে, কলকাতা কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্যোগ হিসেবে ই-নিলামের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ডগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছে। শ্রী রেড্ডি আজ মেট্রো রেলওয়ের তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেফ্রোলজি বিভাগের উদ্বোধন করেন, যেখানে মেট্রোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল শিল্পা দাস, পিতা তাপস দাস, সাকিন-সাহেব কাছারী শালবাগান পাড়া, পোষ্ট ও থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, এর নির্দেষানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি পূর্বে ১) অর্চ্চনা ভৌমিক রায়, স্বামী - মলিন চন্দ্র রায়, ২) সঞ্চিতা গুহ, স্বামী - দীপক গুহ, উভয়ের সাকিন - দক্ষিন চকভবানী ত্রিধারা ক্লাবপাড়া, পোষ্ট ও থানা বালুরঘাট, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর, ৩) কৃষ্ণা ঘোষ, স্বামী - নিশিথ কুমার ঘোষ, সাকিন - বালুরঘাট কালেক্টরেট ঘাটপাড়া, পোঃ ও থানা-বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, গনের নামীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি থাকাবস্থায় তাহারা বালুরঘাট সদর রেজিস্ট্রি অফিসে গত ইং ২০২১ সালে ৭০২ নং আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি জনৈক তাপস দাস, পিতা স্বর্গীয় বিনয় দাস, সাকিন বিবেকানন্দপল্লী, পোষ্ট ও থানা বালুরঘাট, জেলা দক্ষিন দিনাজপুর এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি (আমমোক্তার) আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর গত ইংরাজীর ২৬.০৪.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬০৯ নং বিক্রয়কবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০১ মাসের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ, যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

১ নং তপশীল
জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা - বালুরঘাট, মৌজা - মঙ্গলপুর, জে.এল. নং - ১০৭, খতিয়ান নং- ৩১৩৫, দাগ নং সাবেক ২৮৭, এল.আর. দাগ নং- ৫৮৬, পরিমান - ১৬৮ শতক মধ্যে ১.৪৩৩ শতক, ফাঁকা জমি, শ্রেনী - ডাঙ্গা।

২নং তপশীল
জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা - বালুরঘাট, মৌজা - মঙ্গলপুর, জে.এল. নং - ১০৭, খতিয়ান নং- ৩১৩৬, দাগ নং সাবেক ২৮৭, এল. আর. দাগ নং - ৫৮৬, পরিমান - ১৬৮ শতক মধ্যে ১.৪৩৩ শতক, ফাঁকা জমি, শ্রেনী - ডাঙ্গা।

৩নং তপশীল
জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা - বালুরঘাট, মৌজা - মঙ্গলপুর, জে.এল.নং - ১০৭, খতিয়ান নং- ৩১৩৭, দাগ নং সাবেক ২৮৭, এল.আর, দাগ নং - ৫৮৬, পরিমান - ১৬৮ শতক মধ্যে ১.৪৪৪ শতক, ফাঁকা জমি, শ্রেনী - ডাঙ্গা। মোট পরিমান ৪.৩১ শতক সম্পত্তি।

স্বা /- শ্রী, যোগেশ পারখ, আইনজীবি,
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা আদালত, বালুরঘাট
পোঃ ও থানাঃ বালুরঘাট, জেলাঃ দক্ষিন দিনাজপুর।
পিন কোড- ৭৩৩১০১, ফোন নং ৯০০২৫৮০৭০৯

খড়গপুর ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট এবং পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: কেজিপি/পিএনইউ/২০২৫/০৮ **তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন :
● খড়গপুরে দক্ষিণ দিকের বুকিং অফিসের কাছে অবস্থিত সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ইউনিট, সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ব্লক-১ (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৮এ -এর কাছে অবস্থিত) এবং ব্লক-২ (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৪বি-এর কাছে অবস্থিত), খড়গপুরে প্ল্যাটফর্ম ৩ ও ৪, ঘাটশিলার প্ল্যাটফর্ম ১ (টাটা এন্ড), সাঁতরাগাছিতে উত্তর দিকের পুরাতন বুকিং অফিসের কাছে এবং বারিপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টেশন ভবনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ৩ (তিন) বছরের জন্য। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পিএনইউটিওআই-কেজিপি-২৫-৮, নিলামের তারিখ-২৭.০৮.২০২৫, নিলাম শুরু/বন্ধের সময়: যথাক্রমে ১১:০০ এবং ১২:২০টা, যা https://www.ireps.gov.in/website-এ জানানো হয়েছে।**

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৫/১১ **তারিখ: ১৪.০৮.২০২৫**

● শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকার ইভি, তিন চাকার ইভি এবং চার চাকার ইভির জন্য ইভি চার্জিং এবং পার্কিং সুবিধা স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পার্কিং লট। **নিলাম ক্যাটালগ নং: এমএসএস-পার্কিং-ইভিসি, নিলামের তারিখ-২৮.০৮.২০২৫, নিলাম শুরুর সময়: ১০.৪৫ টা এবং বন্ধের সময়: ১১.১৫ টা** এবং পাঁশকুড়ায় চার চাকার গাড়ির পার্কিং লট, বারিপাড়ায় দুই চাকার গাড়ি, করগপুর (দক্ষিণ)/২, দেউলটি (দক্ষিণ), পাঁশকুড়া (দক্ষিণ)/১ এবং কলাইকুণ্ডে মিশ্র পার্কিং। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: পার্কিংকেজিপি--২৫-, নিলামের তারিখ - ২৮.০৮.২০২৫, নিলাম শুরুর সময়: ১১:১৫ টা এবং বন্ধের সময়: ১২:৪৫টা** এবং যা **https://www.ireps.gov.in/website**-এ অবহিত করা হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। যদি কোনও জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-525) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

তেলেঙ্গানায় সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার বাংলার যুবক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ আগস্ট ঃ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে তেলেঙ্গানায় এক সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হলেন বাংলার এক যুবক। তপন থানার ভাইওর গ্রাম থেকে মালেক মোল্লা (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে তেলেঙ্গানা পুলিশ। জানা গেছে, হায়দ্রাবাদ সুরিয়াপেট থানা এলাকায় গত ২০ জুলাই একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পরদিন স্থানীয়রা থানায় এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শুরু হয় তদন্ত। সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় জড়িত সাত জনকে চিহ্নিত করে তেলেঙ্গানা পুলিশ। যার মধ্যে আগেই একজন ধরা পড়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তপনে এসে পৌঁছায় তেলেঙ্গানা পুলিশের ছয় জনের বিশেষ টিম। চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার হন মালেক মোল্লা। তাঁর কাছ থেকে মোট ৫০০ গ্রাম সোনার গহনা উদ্ধার হয়েছে। তেলেঙ্গানা পুলিশ গ্রেফতার হওয়া ওই যুবককে নিজেদের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তদন্ত করবে, এমনটাই পুলিশ সূত্রের খবর। এই বিষয়ে ইন্সপেক্টর সুরিয়াপেটা বলেন, একটা সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সেখানে মালেক মোল্লা নামে এই ব্যক্তি জড়িত। আজ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে টাকা ও সোনা উদ্ধার হয়েছে। ধৃত মালেক মোল্লার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা ও ৫০০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে তেলেঙ্গানা পুলিশ। আজ তাকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়।

VINCENT COMMERCIAL COMPANY LIMITED

CIN NO.L51909MH1982PLC294959
Regd Office : B-11/12, BHIWANDIWALA TERRACE, GROUND FLOOR.PRINCESS STREET, MARINE LINES, MUMBAI-400002
Email Id : vincent.co1982@gmail.com

Part I
Statement of Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30/06/2025 **(IN RS. LAKH)**

Sl. No	Particulars	Quarter Ended: 3 months ended (30/06/2025) (Unaudited)	Quarter Ended: Preceding 3 months ended (31.03.2025) (Audited)	Quarter Ended: Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2024) (Unaudited)	Year Ended: Year ended (31/03/2025) (Audited)
1.	Revenue From Operation	133.31	322.82	55.5	499.14
2.	Other Operating Income	8.98	-44.18	0	31.90
3.	Total Revenue (1+2)	142.29	278.64	55.5	531.04
4.	Expenses				
	(a) Cost of Materials consumed	0	0	0	0.00
	(b) Purchase of stock-in-trade	0	0	0	0.00
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade"	0	0	0	0.00
	(d) Employee benefits expense	23.83	20.7	11.67	56.29
	(e)Depreciation and amortisation expense	0	0	0	0.00
	(f) Finance Cost	0	0	0	0.00
	(g)Other expenses(Any item exceeding 10% of the total expenses relating to continuing operations to be shown separately)	94.79	283.48	24.31	422.26
	Total Expenses	118.62	304.18	35.98	478.55
5.	Profit / (Loss) Before exceptional items and Tax (3-4)	23.67	-25.54	19.52	52.49
6.	Exceptional Items	0	0	0	0
7.	Profit / (Loss) before tax (5-6)	23.67	-25.54	19.52	52.49
8.	Tax expense	5.60	0	4.88	11.95
	Current Tax	5.60	0	4.88	11.95
	Deffered Tax	0	0	0	0.00
	Excess / Short provision of earlier period	0	0	0	0.00
9.	Profit / (Loss) from continuing operations (7-8)	18.07	-25.54	14.64	40.54
10.	Profit / (Loss) from discontinuing operations	0	0	0	0
11.	Tax expense of discounting operations	0	0	0	0
12.	Profit / (Loss) from Discontinuing operations (after tax)	18.07	-25.54	14.64	40.54
13.	Profit / (Loss) for the period (9+12)	18.07	-25.54	14.64	40.54
14.	Other Comprehensive income ;				
	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss	0	0	0	0
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	0	0	0	0
	B (i) Items that will be reclassified to profit or loss	0	0	0	0
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	0	0	0	0
15.	Total Comprehensive Income for the Period (13+14) (Comprising profit / (loss) and other Comprehensive income for the period)	18.07	-25.54	14.64	40.54
16.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.1 Each)	100	100	58.57	100
16.	Earning per equity share (Face value of Rs.1 each)				
	(a) Basic	0.18	-0.26	0.25	0.41
	(b) Diluted	0.18	-0.26	0.25	0.41

*Applicable in the case of consolidated results.
Note:
1) Above financial result for the quarter eneded 30th June,2024 have been reviewed by the Audit Committee and the board of director at there respective meeting held on 13th Aug,2025
2) Statutory Auditors have carried out a limited review of these financial result and their report is unqualified.
3) The above results for the quarter ended 30th June 2025 along with Limited ReviewReport & Declaration has been approved by the Board of Directors of the Company.
4) The above financials as on 30/06/2025 have been prepared as per the applicability of Ind AS.
5) The financial result of the company have been prepared with india accounting standards notified under section 133 of the company act 2013 read with relevant rules iuused thereunder and in terms of regulation 33 of the sebi regulations 2015.
6) The company is engaged in the business of " Non-Financial Institution (Loan Taken and Givent/Investment) " and has only one reportable segment in accordance with IND as 108 "Operating Segment .
7) As per regulation 33 of SEBI (listing obligations and disclosure requirement) Regulation,2015 the company has opted to publish quaterly and yearly audited stanlone result.
8) Previous periods figure have been regrouped whereever necessary to confirm to the current periods classification.

FOR VINCENT COMMERCIAL COMPANY LTD
Sd/-
SHANTILAL JAIN
(DIRECTOR)
DIN : 00741589

Place :Mumbai
Date : 13.08.2025

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED

CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2025

(₹ in Lakh)

Sl No	Particulars	Standalone: Three Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Standalone: Three Months Ended 31.03.2025 (Audited)	Standalone: Three Months Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Standalone: Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Consolidated: Three Months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Consolidated: Three Months Ended 31.03.2025 (Audited)	Consolidated: Three Months Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Consolidated: Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	3353	5320	2912	14082	3546	5460	4039	15185
2	NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	6916	1011	4439	11735	6906	972	4486	11627
3	NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	6916	(651)	4439	10073	6906	972	4486	11627
4	NET PROFIT /(LOSS) FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	5221	(322)	3143	7625	5207	1303	3187	9171
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	5296	(431)	3755	8064	5282	1194	3799	9610
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	634	634	634	634	634	634	634	634
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	35482	NA	NA	NA	35546
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)								
	BASIC	8.24	(0.51)	4.96	12.03	8.22	2.06	5.03	14.47
	DILUTED	8.24	(0.51)	4.96	12.03	8.22	2.06	5.03	14.47

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Audited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Chhatrapati Sambhajinagar
Dated : 14.08.2025

Yogesh Kajaria
(Chairman & Managing Director)
DIN: 01832931

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/160/25-26
Name of work : **Installation of air conditioner system including necessary electrical works for License Department Office of Br-XI & Br-XII at Santoshpur Market Complex.** Estimated Amount : **Rs.1,26,421.70.** Earnest Money : **Rs.2,600.00.** Period of Completion : **20 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/199/25-26
Name of work : **Installation of air condition machine for I.F.U Department at Garfa Borough 12 Office.** Estimated Amount : **Rs.2,04,217.96.** Earnest Money : **Rs.4,100.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last date & time of submission of bid : **25.08.2025 upto 3 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other details are available on & from **18.08.2025 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/190/25-26/PD
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Kanungo Park, Baroda Avenue etc. areas in Ward No-110, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,99,361.12.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/195/25-26/PD
Name of work : **Miscellaneous electrical repairing work for forthcoming festive season in Ward No.114, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.1,97,856.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/198/25-26/PD
Name of work : **Miscellaneous electrical repairing work for forthcoming festive season in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Amount : **Rs.1,93,801.61.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/196/25-26/PD
Name of work : **Miscellaneous electrical repairing work for forthcoming festive season in Ward No.113, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.1,98,065.07.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

7. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/192/25-26/PD
Name of work : **Repairing of park lighting arrangement at 6A & 6C Mukundapur, Coal India Park, Stadium Nagar Park etc. in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Amount : **Rs.4,41,201.33.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**

8. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/188/25-26/PD
Name of work : **Development of street lighting arrangement at Patuli L,Q,R etc. areas in Ward No.110, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,99,142.96.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

9. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/197/25-26/PD
Name of work : **Miscellaneous electrical repairing works for forthcoming festive season in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.1,98,690.26.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No.3 to 9).** Last Date and time of Completion of Bid : **27.08.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.3 to 9).** The Bid form and other details are available on and from **19.08.2025 from 12 noon (for Sl.No.3 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.3 to 9).**

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/RS/31/25-26/84
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Fathepur 2nd Lane, Dewan Bagan Lane, S.A. Farooque Road and others in Ward No.136, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.1,97,646.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/RS/32/25-26/85
Name of work : **Repairing of street lighting system at Fathepur 1st Bye Lane, Panchanantala Lane and others in Ward No.136, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,97,812.64.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/RS/33/25-26/86
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Kankhuly Road, S.A. Farooque Road and others in Ward No.139, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.1,99,004.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/RS/34/25-26/87
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Vikoo Lane, Mollah Para and others in Ward No.137, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,81,598.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/RS/35/25-26/88
Name of work : **Repairing of street lighting system at Loha Gali, Halder Para and others in Ward No.137, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,96,391.57.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/AA/24/25-26/89
Name of work : **Renovation of lighting system at Madershaheb Math Road and Bye Lane and others in Ward No-138, Borough-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,10,721.05.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **30 days.**

7. NIT NO. : KMC/LTG/AA/25/25-26/90
Name of work : **Installation of street light in Gurebari Lane and Bye Lane (Near Laskar Para Masjid) in Ward No.141, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,25,607.74.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

8. NIT NO. : KMC/LTG/AA/26/25-26/91
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at different areas of Rail Line, Jugi Para and others in Ward No.138, Br-XV.** Estimated Amount : **Rs.2,89,236.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

9. NIT NO. : KMC/LTG/AA/27/25-26/92
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at different areas of Dr. A.K. Road Badartala and others in Ward No. 141.** Estimated Amount : **Rs.2,91,384.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **7 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **26.08.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 9).** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 to 9).**

10. NIT NO. : LTG/XIV/30/25-26/128/PARK
Name of work : **Renovation and other works of lighting arrangement at Kolahol Park, Priyaranjan Sengupta Uddyan and other Sishu Uddyan in Ward No-128, Br-XIV.** Estimated Amount : **Rs.2,48,596.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Bid oepning date for technical proposal (online) : **28.08.2025 - 3 p.m.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.08.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 - 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

880/ 25-26

ডিটেকটিভ অগ্নীশ্বর সিরিজের দ্বিতীয় ছবি মৃত্যুর রং নীল মুক্তি পেতে চলেছে

জোডিয়াক প্রোডাকশন হাউস নিবেদিত, অসীম চক্রবর্তী প্রযোজিত, অঞ্জন বসুর রহস্য উপন্যাস অবলম্বনে ডিটেকটিভ অগ্নীশ্বর সিরিজের দ্বিতীয় ছবি মৃত্যুর রং নীল মুক্তি পেতে চলেছে একটি জনপ্রিয় ওটিটিতে। ছবিটার প্রিমিয়ার শো দেখানো হবে টলিগঞ্জের রাধা সিনেমা হলে আগামী ১৭ই আগস্ট ২০২৫, রবিবার সকাল ৯.৩০ টা থেকে। ছবিটির শুভমুক্তির উজ্জ্বল মুহূর্তে আপনি এবং আপনার কাছের মানুষের উপস্থিতি এই ছবিটির প্রথম প্রদর্শনের মুহূর্তকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহায্য করবে। আসুন সবাই মিলে আমরা পৌঁছে যাই নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে সিনেমার স্রোতে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিতে। সবার জন্য বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুব্রত মজুমদার, চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন অরিজিৎ চক্রবর্তী, সম্পাদনায় ভোলা সরকার এবং চিত্রনাট্যকার হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন অর্ণব চক্রবর্তী।গান এই ছবিটির প্রাণভোমরা। আর তাই হৈমন্তী শুক্লা, বিনোদ রাঠোর, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী এবং অয়ন্তিকা চক্রবর্তীর মত খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি দেবস্মিতা সরকার, ডঃ বর্ণালী (ববি), অগ্নিভ ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল দত্ত, শুভাশিস রায় এর মত নতুন একঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী তাঁদের গানের ডালি উজা। করে দিয়েছেন এই ছবিতে। রোমান্টিক ডুয়েট, আইটেম সং থেকে বিভিন্ন স্বাদের গান আছে এই ছবিতে। এর মধ্যে কয়েকটি গানে সুরারোপ করেছেন নচিকেতা চক্রবর্তীর মত স্বনামধন্য শিল্পী। আর ছবির গল্পটাও খুব আকর্ষণীয়। মর্গ থেকে একটি মৃতদেহ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ছবিটির সূচনা। ডিটেকটিভ অগ্নীশ্বর নেমে পড়েন রহস্য সমাধানে। তারপর যতই গল্প এগিয়েছে ততই গল্পে উত্তেজনা আর পরতে পরতে নতুন রহস্যের জট খুলতে থেকেছে। বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন, তাঁদের জীবনবোধের দ্বন্দ্ব বারবার উঠে এসেছে ছবিতে। আদিত্য দাস, ডঃ অমৃতা ভট্টাচার্য, অরিন্দম মুখার্জী, সঞ্চিতা কর্মকারের মত একঝাঁক নতুন তারকার অভিনয়গুণে বর্তমান সময়ের গতিশীল দ্বৈন্দ্বিক জীবনপ্রবাহ ছবিতে ফুটে উঠেছে বারবার। এক কথায় বলতে গেলে সব ধরণের দর্শকের জন্য নির্মিত এই ছবিটি একটি জমজমাট এনটারটেনিং মিউজিকাল থ্রিলার।

ভারতের বিভাজনের জন্য কংগ্রেসের তোষণ নীতি দায়ী ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৪ আগস্টঃ ভারতের বিভাজনের জন্য কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, ভারতের বিভাজনের জন্য কংগ্রেসের তোষণ নীতি দায়ী। বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসে বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের অনেক বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালে, যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি, তার ঠিক একদিন আগে, কংগ্রেস নেতৃত্ব, তোষণের চরমে দেশ ভাগ করে দেয়। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, অবিভক্ত ভারতে (ভারত বিভাজনের ঠিক আগে) যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতার মধ্যে একটি। পশ্চিম পাকিস্তানে, করাচি হোক অথবা লাহোর, সেই অঞ্চলগুলি থেকে হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধদের নির্মূল করার জন্য পদ্ধতিগত অভিযান চালানো হয়েছিল। এটি ঘটেছিল তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের তোষণের নীতি অনুসরণের কারণে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বালোচদের জঙ্গি তকমা পাকিস্তানের মন জয় ট্রাম্পের!

এ যেন একা একা দাবা খেলার মতো। যে কোনও ঘুঁটি যে কোন সময় বদলে দেওয়া কিংবা যে কোনও সময় পছ ঃদমতো পক্ষ বদল করে নিলেই হল।হ্যাঁ, বছরের পর বছর ধরে এই ছেলেখেলাটাই হাসতে হাসতে খেলে চলেছে আমেরিকা।এহেন ‘ ’ ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে’। হালফিলে বালোচ লিবারেশন আর্মির গায়ে ‘ জঙ্গি’র তকমা সেঁটে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। শুধু তাই নয়, তাদের সহযোগী দ্য মাজিদ ব্রিগেডকেও জঙ্গি তকমা দেওয়া হয়েছে। যা মনে করিয়ে দিচ্ছে তাদের পুরনো স্বভাব। আর সেই স্বভাবে যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, তা এবার যেন নতুন করে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বালোচদের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একবার পিছন ফিরে দেখা দরকার। গত শতকের আটের দশক। সেটা ঠান্ডা লড়াইয়ের সময়। সেই সময় ওসামা বিন লাদেন নামের এক নেতাকে আফগান মুজাহিদিন তকমা দেয় তকালীন মার্কিন প্রশাসন। সেই লাদেনই যে পরবর্তী সময়ে আমেরিকার মেরুদণ্ডে গেঁথে দেবে আতঙ্কের দমচাপা তলোয়ার, সেটা অবশ্য তখন তাদের আঃ দাজেও আসেনি। আসলে লাদেনকে মাথায় তোলার পিছনে ছিল নির্দিষ্ট এজেন্ডা। সেই সময় রাশিয়া সীমান্ত ঘেষা এশিয়ায় আমেরিকার ‘ তত প্রবল নয়। অতএব সাম,দান দন্ড,ভেদ যেন তেন প্রকারেন রাশিয়া যাতে বেশি বাড়াবাড়ি না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই লাদেনকে আফগান মুজাহিদের শিরোপা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা।যদিও দশক ঘুরতে না ঘুরতেই গল্পটা একদম বদলে যায়। এবং সেই ‘ আমেরিকাকেই টার্গেট করে আল কায়দা। কিংবা,আরও স্পষ্ট করে বললে ওসামা বিন লাদেন। ঘটে যায় ২০০১সালের ৯১১-র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেঃটারের টুইন টাওয়ারে সেই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা। তারপর থেকেই লাদেনকে খ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেরিয়েছে আমেরিকা। এক দশক পর লাদেনকে আবোটাবাদের বাড়িতে হত্যা করে আমেরিকান কমান্ডো বাহিনী।

আল কায়দা কিংবা লাদেনের পর এবার বালোচ আর্মি। যাকে পরিস্থিতিমাফিক সন্ত্রাসবাদী সংস্থার তকমা দেগে দিয়েছে আমেরিকা। আসলে ট্রাম্পের ‘ মণি’ পাকিস্তান। এই মুহূর্তে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির আমেরিকা সফরে রয়েছেন। তাঁকে খুশি করে ইসলামাবাদের সঙ্গে ‘ আরও একটু পাকা করতেই এমন সিদ্ধান্ত, তা বলাই বাহুল্য। অথচ এই বালোচ আর্মিকেই একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্মানে ভূষিত করেছিল হোয়াইট হাউস। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরলেই সুবিধামতো অবস্থান বদলে নিতে জানে আমেরিকা।

তখন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ঠিক ততটাও সুসম্পর্ক ছিল না। তাই বালোচ আর্মিকে ‘ দিয়ে পাকিস্তানকে একটু চাপে রাখা আর কি! এখন ট্রাম্প ক্ষমতায়। সদ্য বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। ট্রাম্প ও পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কটাও এখন অনেকটা ‘ ছবির জয়-বীরুর মতো। অতএব পুরস্কার- একসময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী বালোচ আর্মিকে বিদেশি সন্ত্রাসবাদীর তকমা।কিন্তু আজ বাদে কাল ‘ বন্ধু’ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে এই বালোচ আর্মিকেই ফের স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্মান ফিরিয়ে দেবে না তো আমেরিকা! সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে বিশ্বজুড়ে।

আজ স্বাধীনতা দিবসে মেট্রো ব্লু লাইনে ১৮২টি পরিষেবা চালু করবে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ নীল লাইন-মেট্রো স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫.০৮.২০২৫ (শুক্রবার) ব্লু লাইনে ২৬২টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ১৮২টি (৯১টি উপরে ৯১টি ডিএন) পরিষেবা চালাবে। প্রথম পরিষেবা নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোনও পরিবর্তন নেই) সকাল ০৬,৫৪ ঘন্টায় শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নেই) সকাল ০৬,৫৫ ঘন্টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোন পরিবর্তন নেই) মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোন পরিবর্তন নেই)শেষ পরিষেবা- দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোন পরিবর্তন নেই) ২১২৮ ঘন্টা শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোন পরিবর্তন নেই) ২১,৩২ ঘঃ টাভন্ডশহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম (কোন পরিবর্তন নেই) ২১,৪৪ ঘন্টাসেদিন যথারীতি ব্লু লাইনে বিশেষ রাতের মেট্রো পরিষেবা শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে রাত ৯,৪৩ মিনিটে এবং দমদম স্টেশন থেকে রাত ৯,৪০ মিনিটে পাওয়া যাবে।গ্রিন লাইন-১মেট্রো গ্রিন লাইন-১-এ ১০৮টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ৯২টি পরিষেবা (৪৬টি ইউপি ৪৬টি ডিএন) পরিষেবা চালাবে। প্রথম পরিষেবা- সকাল ৬,৩৫ মিনিটে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুর সিগন্যাল ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সংস্কারকৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলের উদ্বোধন করছেন ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে।

শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ ব্যান্ডের পরিবেশনা

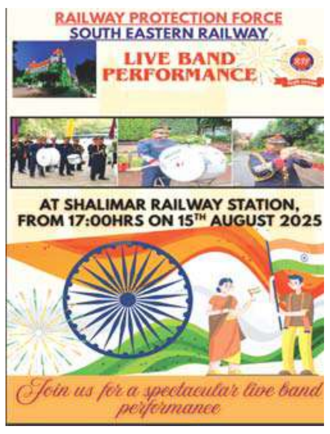

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সন্ধ্যায় দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট এবং ঐতিহাসিক স্থানে আরপিএফ ব্যান্ডের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে।এই উপলক্ষে, ১৫.০৮.২০২৫ তারিখে শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে বিকাল ৫,০০ টা থেকে বিকাল ৫,০০ টা পর্যন্ত দেশাত্মবোধক সুরে একটি দর্শনীয় ব্রাস ব্যান্ডের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।অপারেশন সিঁদুর এর প্রতিপাদ্য তুলে ধরে ব্যান্ড পরিবেশনার স্থানের কাছে একটি সেলফি পয়েন্ট ও স্থাপন করা হবে।

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail-investors.pronto@gmail. com

CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. in Lakhs Except EPS)

Particulars	Quarter ended 30.06.25	Previous Quarter ended 31.03.25	Correspon. Quarter in previous year ended 30.06.24	previous year ended 31.03.25
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from Operations(net)	1.26	10.37	2.02	15.52
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.10)	6.89	(0.45)	1.08
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(1.10)	6.89	(0.45)	1.08
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(1.10)	6.89	(0.45)	0.75
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.10)	6.89	(0.45)	0.75
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Reserves excluding Revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations) - Basic	(0.46)	2.87	(0.19)	0.31
Diluted	(0.46)	2.87	(0.19)	0.31

Note: (a)The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (CSE) and Company website i.e. www.pisl.in."(b) Exceptional and/or Extraordinary items (if any) adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with AS Rules.

For and on behalf of the Board
Sd/-
SUSHIL KUMAR AGRAWAL
Director
DIN: 00649521

Place : Kolkata
Date : 14.08.2025

গুজরাটের ভূজে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন

ভূজ, ১২ আগস্ট ঃ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে গুজরাটের ভূজে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। স্বাধীনতা দিবসের আগে মঙ্গলবার বিএসএফ একটি তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করে, যেখানে বিএসএফ জওয়ানরা সাইকেল চালিয়ে জাতীয় পতাকা ওড়ান। বিএসএফ কমান্ডার অনন্ত সিং বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতজুড়ে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদী ২ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপনের ঘোষণা করেছেন। এই কর্মসূচিটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ৯ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারিত তৃতীয় অংশে তিরঙ্গা যাত্রা, একটি পথ পরিক্রমা এবং সাইকেল যাত্রা সহ অন্যান্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা আমাদের আঞ্চলিক সদর দপ্তর, বিএসএফ ভূজ থেকে আমাদের জাতীয় পতাকা বহনকারী তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করেছি।

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700 091
Ph No.: 033-46022790/1/2/4 ; Fax: 033-22580014; Email ID: info@rkwire.com
website: www.rkwire.com
CIN: L17233WB1983PLC036948

"Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Result for the Quarter and Three Month ended June 30, 2025

(Rs. in Lacs)

	Particulars	Quarter ended 30.06.25 Unaudited	Quarter ended 31.03.25 Audited	Quarter ended 30.06.24 Unaudited	Year ended 31.03.25 Audited
1	Total income from operations (net)	1,272.66	1,355.74	2,118.34	7,764.97
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/ year"(before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	2.11	36.23	143.53	531.33
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/ year before tax"(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2.11	36.23	146.40	528.51
4	"Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)"	1.58	25.55	110.41	399.68
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.58	25.55	110.41	399.68
6	Equity Share Capital	74.98	74.98	74.98	74.98
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic :	0.21	3.41	14.72	53.31
	Diluted :	0.21	3.41	14.72	53.31

Notes :

1. The above financial results for the quarter ended June 30,2025, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2025. The Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single Segment viz. Manufacturing and trading in wire and wire products
3. Previous period's figures have been regrouped/ rearranged whereever necessary.

For and on behalf of the Board of
Binod Kumar Bagaria
Director
(DIN - 00484802)

Place : Kolkata
Date : 14.08.2025

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	**Revenue From Operations**				
	(a) Interest Income	24.48	25.06	25.05	100.54
	Total Revenue From Operations	**24.48**	**25.06**	**25.05**	**100.54**
2	Other Income	-	2.01	-	2.02
3	**Total Income**	**24.48**	**27.07**	**25.05**	**102.56**
4	**Expenses**				
	(a) Finance Costs	0.18	(0.05)	0.15	0.50
	(b) Purchase of Stock In Trade	56.00	-	-	-
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(56.72)	(0.31)	(0.17)	(0.69)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.83	1.80	1.78	7.65
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.63	3.02	2.31	10.07
	(f) Other Expenses	5.69	6.37	5.31	21.55
	Total Expenses	**9.61**	**10.83**	**9.38**	**39.08**
5	**Profit / (Loss) before tax (3 - 4)**	**14.87**	**16.24**	**15.67**	**63.48**
6	Tax Expenses				
	1) Current tax	-	16.49	-	16.49
	2) Deferred Tax	-	(0.44)	-	(0.44)
	Total Tax Epenses	-	16.05	-	16.05
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**14.87**	**0.19**	**15.67**	**47.43**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**14.87**	**0.19**	**15.67**	**47.43**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F. V Rs.10/- each) (not annualised)				
	1) Basic	1.04	0.01	1.10	3.32
	2) Diluted	1.04	0.01	1.10	3.32

Notes :

1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th August, 2025. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing
2. The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3. Provision for Income Tax & deferred tax will be accounted for at the end of the financial year.
4. No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the results for the quarter ended June 30, 2025.
6. Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
7. As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
8. The figures for quarter ended 31st March 2025 represents the balance between audited financial in respect of the full financial year and those published till the third quarter of the respective financial year.
9. Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Ashok Jain
Director
DIN : 06663565

Place : Kolkata
Date : 12.08.2025

চাই সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি জেলেনস্কি

১৪ আগস্ট ঃ সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি চাই ইউক্রেনে। ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে একযোগে এই দাবি উঠল। সেই দাবিতে সুর মেলালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ ডোনাল্ড ট্রাম্পও। ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং জেলেনস্কির স্পষ্ট দাবি, সংঘর্ষবিরতি এবং নিরাপত্তার ‘ দিতে হবে। রাষ্ট্রনেতাদের মতে, এবার বল ভ্লাদিমির পুতিনের কোর্টে।১৫ আগস্ট আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক হবে। ্রাশিয়ার তরফে এক বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ‘ নিঃসন্দেহে ইউক্রেন সংকট নিয়ে আলোচনা করবেন, দীর্ঘকালীন শান্তি চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে।’ এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, ট্রাম্প বহুদিন ধরেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করলেও তাতে বিশেষ ফল হয়নি।

Name Change

I, Asit Kumar Palit, s/o Debicharan Palit, Tala, Daminya, Hooghly,712413, an Indian citizen by virtue of birth. My name was wrongly written as ASIT PALIT at 2002 Nirbachak Talika of Part 192, Pursurah Bidhansava. It is hereby declare that ASIT KUMAR PALIT & ASIT PALIT are the same and one identical person on the basis of LD. Executive Magistrate of Arambagh affidavit sl. no. 11266, dated-13/08/25 shall be known as ASIT KUMAR PALIT for all the future purpose.

নাম পরিবর্তন

আমি Sundari Ruidas Wo-Kalipada Ruidas ঠিকানা - Ruidas Para Uttar Jhapardaha P.O. - Uttar Jhapardaha, P.S.-Domjur, Dist-Howrah-711405 আমার পুত্র Sukdeb Ruidas এর Birth Certificate এ ভুলক্রমে আমার নাম Dipali Ruidas হয়ে যাওয়ায় গত ০৬.১১.২০২৪ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট ন-ং ২৪৬৭২ করেছি। Sundari Ruidas এবং Dipali Ruidas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Bibi Soufura W/o Sawkat Ali Shaikh Residing at Khasmallik, P.o - Dakshin Gobindapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal India shall henceforth be known as Safura Bibi. I declare that Bibi Soufura and Safura Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-08-2025.

Name Change

I, Rahul Gupta S/o Late Krishna Kumar Gupta Residing at Metro Appartment Flat - E, F and G T-81, Rajarhat Road, P.o - Hatiyara Tegharia, Rajarhat Gopalpur (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal India shall henceforth be known as Rahul Kumar Gupta. I declare that Rahul Gupta and Rahul Kumar Gupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-08-2025.

Name Change

I, Meena Khemka (Old Name) D/o Badri Das Chamaria Residing at Block -B, 1st Floor, Flat-3 123/2 Bangur Avenue, Jessore Road, District- North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Meena Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 63/2025 Dated 14-08-2025. Meena Khemka (Old Name) and Meena Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএন - এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৮৯১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১৩০, ই-মেলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফল
[এসইবিআই-এর ৩৩ নং প্রবিধান অনুসারে
(তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫]

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spotlightvanijya.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যাবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের জন্য এবং পক্ষে
মুকুল সোমানি
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০০১২৪৬২৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৫

HALDER VENTURE LIMITED

CIN:L74210WB1982PLC035117
Registered Office :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025

(₹ in Lakh)

Sl No	Particulars	Standalone Three months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Standalone Three months Ended 31.03.2025 (Audited)	Standalone Three months Ended 30.06.2024 (Unaudited) (Restated)	Standalone Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Consolidated Three months Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Consolidated Three months Ended 31.03.2025 (Audited)	Consolidated Three months Ended 30.06.2024 (Unaudited) (Restated)	Consolidated Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	10,671.66	23,180.38	7,653.35	77,226.73	10,320.58	14,698.67	16,631.63	84,446.96
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	652.94	827.11	399.16	3,565.54	598.63	104.97	610.45	3,977.34
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	652.94	826.01	399.16	3,532.35	598.63	103.87	610.45	3,944.15
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	392.68	489.04	238.83	2,311.95	285.87	(841.34)	441.86	2,110.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	389.31	475.58	238.83	2,298.49	252.32	(837.85)	441.86	1,971.24
6	Equity Share Capital	414.60	414.60	316.07	414.60	386.58	386.58	316.07	386.58
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-		14,048.53		-		14,925.00
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)								
	Basic : (₹)	9.47	14.55	7.56	68.80	7.39	(25.04)	13.98	62.81
	Diluted : (₹)	9.47	14.55	7.56	68.80	7.39	(25.04)	13.98	62.81

Note:#-Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of BSE **(www.bseindia.com)** and on Company's website **(www.halderventure.in)**
b) The Unaudited Financial results for the quarter ended 30th June, 2025 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th August, 2025.
c) Figures of previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm to current period presentation.
d) The Company has approved segment wise reporting for the quarter ended 30th June, 2025.

For and on behalf of the Board
KESHAB KUMAR HALDER
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00574080

Place : Kolkata
Dated : 13.08.2025

আরামবাগে সেতুর নীচে শহরের জঞ্জাল ফেলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৪ আগস্ট ঃ আরামবাগ পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৯টি ওয়ার্ডের নোংরা আবর্জনা রামকৃষ্ণ সেতুর নীচে জমা করা হয়। সেটাই এখন পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সেতুর নীচে জঞ্জাল জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের উপরে

অবস্থিত রামকৃষ্ণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ার পরে রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। তা নিয়ে সেতুর দেখভালের দায়িত্বে থাকা পূর্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছেন অনেকে। এর মধ্যেই আরও একটি নতুন অভিযোগ সামনে এল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রামকৃষ্ণ সেতুর নীচে শহরের জঞ্জাল ফেলছে আরামবাগ পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরে সেই জঞ্জাল জমে থাকায় তাতে পচন ধরছে। তার জেরে মাটি আলগা হয়ে সেতুর পিলারের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। তা থেকে বড়সড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররাও। পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাখ্যা, 'নিম্ন-গতিতে নদীর মাটি এমনিতেই দুর্বল হয়। তার উপরে সেতুর পিলারের গোড়ায় জঞ্জাল জমে থাকায় সেখানকার মাটি আলাগা হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের পরিবেশ ইঁদুর, ছুঁচো এবং সাপেদের জন্য আদর্শ জায়গায়। তারা গর্ত খুঁড়ে মাটিকে আরও দুর্বল করে দেয়। তার ফলে সেতুর উপর দিয়ে ভারী যানবাহন গেলেই পিলারগুলো কাঁপতে থাকে। তাতে সেতুর বড়সড় ক্ষতি পারে।' ব্রিজের তলায় বড় বড় ইঁদুর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মুথাডাঙা হাই স্কুলের শিক্ষক তথা ভূ-বিদ রাজেন সিংহ রায় বলেন, 'পুরসভার ভুলে যে কোনও মুহূর্তে বসে যেতে পারে সেতুটি। কেন সেতুর নীচে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করা হলো, তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। খাবারের খোঁজে ইঁদুর, ছুঁচোর উপদ্রব হবে। গর্ত খুঁড়ে তারা সেতুর ক্ষতি করবে।' আরামবাগ হাই স্কুলের শিক্ষক বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে শুধু সেতুর ক্ষতি হচ্ছে না, প্লাস্টিক-সহ অপচনশীল পদার্থ নদীর জলকেও দূষিত করছে।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস বলেন, 'রাসায়নিক বর্জ্য দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে ব্রিজের ফাউন্ডেশনের ক্ষতি করতে পারে। তবে তাতে ব্রিজের ভারবহন ক্ষমতা কমে যায় না। যদি ব্রিজের ফাউন্ডেশনের গভীরতা বেশি না হয়, সেক্ষেত্রে ইঁদুরের উপদ্রবে ক্ষতি হতে পারে। যেমন, ঢাকুরিয়া ব্রিজের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছিল।' আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, 'ওখানে অস্থায়ী ভাবে জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির জন্য বিকল্প জায়গার খোঁজ চলছে। সেটা হয়ে গেলেই ব্রিজের নীচে আর জঞ্জাল ফেলা হবে না।' রামকৃষ্ণ সেতুর একাংশ ভেঙে পড়ার পরে ইতিমধ্যেই চার দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু মেরামতির কাজ এখনও শুরু হয়নি। যেখানে ভেঙে গিয়েছে, সেই অংশটুকু ব্যারিকেড করে দিয়েছে পুলিশ। সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে আপাতত কোনও পণ্যবাহী যানবাহনকে সেতুকে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। লরিগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাসের যাত্রীদেরও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রামকৃষ্ণ ব্রিজের অবস্থা নিয়ে এ দিন নবান্নে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। খুব শিগগির ব্রিজ মেরামতের কাজ শুরু হবে।

দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস পালন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ঃ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ভুক্তভোগীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের উপর অর্জিত অপরিসীম দুর্ভোগের কথা স্বীকার করার জন্য প্রতি বছর ১৪ আগস্ট দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি ভারত ও পাকিস্তান বিভাগের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর যে আঘাত, সহিংসতা এবং ব্যাপক

বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন হয়েছিল তার স্মৃতিচারণ করে। শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন, যা দেশভাগের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট ছিল, পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে শরণার্থীদের গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং ইতিহাসের বৃহত্তম মানব বাস্তুচ্যুতির একটি জীবন্ত সাক্ষী। এই বছর, স্টেশনটি স্মারক কার্যক্রমের একটি সিরিজের মাধ্যমে দিনটি গম্ভীরতা এবং শ্রদ্ধার সাথে পালন করেছে। কর্মসূচিতে শরণার্থীদের অভিবাসন এবং সংগ্রামের চিত্রিত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী, দেশভাগের ঐতিহাসিক প্রভাব তুলে ধরে একটি নুক্কাদ নাটক এবং ইতিহাসের এই অধ্যায়ের মানবিক মূল্য সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে তথ্যচিত্র প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিয়ালদহে এই দিবসটি পালনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল, যা অকল্পনীয় কষ্ট সহ্যকারী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং শান্তি, ঐক্য এবং করুণার মূল্যবোধ সংরক্ষণের স্মারক হিসেবে কাজ করেছিল।

কন্যাশ্রী দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এক অনন্য দৃষ্টান্ত

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৪ আগস্ট ঃ এদিন কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট মোড় থেকে নাদনঘাট ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে গড়ে উঠেছে এক নতুন পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। পূর্ববর্তী আম গাছের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে, ওই রাস্তার দু'ধারে রোপণ করা হলো উন্নতমানের আম্র পল্লীর চারা। এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যেমন পরিবেশ রক্ষা হবে, তেমনি ভবিষ্যতে এই গাছগুলি স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি নিজের হাতে চারারোপণ করে এই মহতী উদ্যোগের উদ্বোধন করেন এবং সকলকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করেন। একই সঙ্গে, কন্যাশ্রী দিবসের তাৎপর্যকে সামনে রেখে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কাঁঠাল গাছের চারা। এই উদ্যোগে যেমন পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি

আগামী প্রজন্মের মধ্যেও গাছপালার প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তৈরি হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বিশ্বপতি মন্ডল - প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য, ডঃ শ্রীকান্ত দাস - বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন, গোলক বিহারী মন্ডল - বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশপ্রেমী। এই গঠনমূলক ও সচেতনমূলক উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আকবপুর সম্মেলনী, যাঁদের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় ও সমাজ গঠনে এই ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

তলিয়ে মৃত্যু ওড়িশার পর্যটকের

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৪ আগস্ট ঃ ছুটিতে বেড়ানোর আনন্দ নিমেষে বদলে গেল বিষাদে। দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল ওড়িশার এক পর্যটকের। আরেকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর। এই দুর্ঘটনার পর পর্যটকদের নিরাপত্তায় বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে দিঘা পুলিশ। চলতি সপ্তাহান্তে প্রচুর ভিড়ের আশঙ্কা দিঘায়। আর তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাড়তি পদক্ষেপ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। শুক্রবার ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের ছুটি। তারপরই শনি ও রবিবার। অর্থাৎ সপ্তাহান্তে তিনদিনের দীর্ঘ ছুটি। আর এই সময়টাকে ভরপুর উপভোগ করতে অনেকেই কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনা করেছেন। সেই ভালো লাগার টানেই হাওড়ার বাসিন্দা ৯ জন দল বেঁধে বৃহস্পতিবার সকালে দিঘা বেড়াতে গিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে সমুদ্রস্নানে নামেন তাঁরা। স্নান করতে করতেই দু'জন সমুদ্রে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে দু'জনকেই। দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে তাঁদের নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অপরজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত পর্যটক ওড়িশার বাসিন্দা নারায়ণ সাউ (৪২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি আসলে ওড়িশার বাসিন্দা।

দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ আগস্ট ঃ জন্মাষ্টমীর আগেই ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা। জন্মাষ্টমীর আগেই দুঃসাহসিক চুরি রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে। সোনা-রুপো-নগদ মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী রাতারাতি উধাও। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরে। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের সেবাইত দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ভয়ংকর দৃশ্য। তালা ভাঙা, ক্যাশ বাক্স ফাঁকা। চুরির খবর ছড়াতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুর ধান্ডাবাগ এলাকায়। চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে প্রাক্তন পুরপিতা সুশীল চ্যাটার্জি। নিরোধ সাহা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এমন ঘটনা আগে হয়নি।

---

e-Tender Notice

eTender Notice No. – SGP/04/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_891124_1 Dated 14/08/2025 eTender Notice No. – SGP/04/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_891124_2 Dated 14/08/2025 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **14/08/2025 to 25/08/2025**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানা -বোলপুর, মৌজা- দ্বারকানাথপুর, জেএল নং- ১২৮, খতিয়ান- ১৩২৯, এল. আর দাগ- 2/1592, 2/1574,3, ও, পরিমান, (13+50+5) =68 শতক, আমি উক্ত জমির মালিক ও দখলী কার- এই সম্পত্তি আমি আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে চাই, যার বাজার মূল্য- 35,00,000/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা। ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আদিবাসী বৃন্দ যোগাযোগ করুন।

কেষ্ট টুডু, পিতা- রসিক টুডু
গ্রাম- গোসাঁইডাঙ্গা, পাঁচশোয়া,
বোলপুর, বীরভূম
8967160423

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No. 04/DGP/2025-26

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of total 3 (Three)Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **12/08/2025 to 25/08/2025 from 1.00 pm to 5.00 pm**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **26/08/2025 up to 5.00 pm**. Date of Opening of Tender **29/08/2025 at 1.00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

eTender Reference/ e-NIT No.:- 856/PGP - (1 No), Dt. 14/08/2025, of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on23/08/2025 upto 01.00 PM. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Pradhan
Panchra Gram Panchayat

Office of the PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH

PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE **E-NIT –PGP/112/2025 DATED 14/08/2025** (2 NOS OF WORKS) BID STARTING DATE **14/08/2025** & SUBMISSION OF LAST DATE **21/08/2025 UPTO 03.00 PM**, BID OPENING DATE **23/08/2025**, FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

টেলিকম গিয়ার পুনরুদ্ধার/ প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩৮, তারিখঃ ১২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই/টেলি/মালদা টাউনের জন্য কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/ কাটিহারের অধিক্ষেত্রে অধীনে টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৫০,৮৮,৬২৭.২৫ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,০১,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER
No. NIeT No.- 03/DGP/2025-26

E-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 3 (Three) Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **25/08/2025 at 02.00 PM**. Date of opening of Bid (Technical) **28/08/2025 at 02:00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE,PWD, Hooghly Construction Division invites offline Tender for the work of OFFLINE SNIT no.: **WBPWD/EE/HCD/SHORT OFFLINE NIT 23 of 2025-2026**
Emergent Repairing of Bengai Belun Road due to divergence of entire traffic over Ramkrishna Bridge over Darakeswar River at Arambagh, Hooghly under Hooghly Construction Sub-Division-I, PWDte. under Hooghly Construction Division PWDte. During the year 2025-26. Last Date and time limit for receipt of the application **18.08.2025 up to 12.30 p.m**. Last Date and time limit for issue of Tender paper **18.08.2025 up to 1.30 p.m**. Last Date and time limit for submission of Tender paper **18.08.2025 up to 2.30 p.m**. Date and time of opening of Tender **18.08.2025 up to 3.00 p.m**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in/**

Sd/- J.P. Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ১৩০_২০২৫-২৬, তারিখ ১২.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণ:** কামনারা, খেতিয়া, চামরদীঘি, কর্জনা, কর্জনা গ্রাম, আমারুন, ভাতাড়, বলগোনা স্টেশনে পিএফ সার্ফেস উঁচু করা ও উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৪০,৬২,০১৬.১০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,২০,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ১৩১_২০২৫-২৬, তারিখ ১২.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণ:** ডানকুনি গুডসে হোয়ার্ফ ও ড্রেনেজ প্রণালীর উন্নয়ন ও সিসিটিভি কভারেজের ব্যবস্থা এবং ফগ ক্যানন, এএকিউ, নয়েজ মনিটরিংয়ের জন্য বৈদ্যুতিক সুবিধা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪,৭৩,১৮,৬৯২.৭৩ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৮৬,৬০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ১৩২_২০২৫-২৬, তারিখ ১২.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এইএন/ডিকেএই-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ডাউন এইচবিসি ৩য় লাইন কিমি ৩৭.৮০-৩৮.৩০, কিমি ৪৮.৭০-৫০.০০ ও কিমি ৫১.৫০-৫২.৫৬ কিমি-তে এইএন/ডিএকেই-র অধিকারক্ষেত্রে সিআরও প্রতিরোধে ট্র্যাকের সমান্তরাল সুরক্ষা প্রাচীরের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ব্যবস্থা করা এবং এইএন/বিডব্লএন-এর অধিকারক্ষেত্রে সিআরও প্রতিরোধে ট্র্যাকের সমান্তরাল সুরক্ষা প্রাচীরের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ব্যবস্থা করা এবং বল্লা পাইলিং, রেল পাইলিং, এমব্যাঙ্কমেন্টের শক্তিশালীকরণ। **আনুমানিক ব্যয়:** ২,২৯,৩৩,৫২৮.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৬৪,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-245/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএন বিড নং : জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৬৫০৫৫, তারিখ ঃ ১২.০৮.২০২৫ ও বিড নং : জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৬৫০৫৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা সংশোধনী তারিখ ১৩.০৮.২০০৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো. - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বিবরণ :** (ক) (১) প্রশাসনিক ভবন সহ সকল কার্যালয় ফ্লোরের পরিষ্কারকরণ, ঝাড় দেওয়া, সোয়্যাবিং, মাকড়সার জাল পরিষ্কার করা, (২) সিয়ারিং ড্রেন সহ টয়লেট, ইউরিনাল, ওয়াশ বেসিন, ওয়াটার পয়েন্ট, বাথরুম, সার্ভিস ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা, ঝাড় দেওয়া, (৩) রাস্তা পরিষ্কার করা ও ঝাড় দেওয়া সহ ক্যারেজ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের মনোনীত স্থানে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ, (৪) ইটিপি ট্রেন ব্যতীত ড্রেন (খোলা ড্রেন ও বন্ধ ড্রেন) থেকে সিল্ট, বর্জ্য অপসারণ এবং যান্ত্রিক তৎসহ ম্যানুয়াল পরিষ্কারকরণ এবং (খ) সকল শপ ফ্লোর থেকে স্ক্র্যাপ, রাবিশ ইত্যাদি পরিষ্কার করা, স্ক্র্যাপিং, ঝাড় দেওয়া ও আলাদা করে ক্যারেজ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের ভিতরে সকল শপ ফ্লোরের বাইরের মনোনীত স্থান/বিনে স্ক্র্যাপিং ও ফেলে দেওয়া সামগ্রী অপসারণ এবং ৩ বছরের মেয়াদে ঠিকাদার দ্বারা প্রতি ট্রিপ ভিত্তিতে ট্রাক/ডাম্পারের (১০ ঘন মি ক্ষমতার) মাধ্যমে শপ বিন থেকে বিক্রয় অযোগ্য রাবিশ, বর্জ্য, শপ বর্জ্য রেলওয়ের মনোনীত স্থানে ক্যারেজ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্সের বাইরে পরিবহন। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য :** ৩,৭৪,৯৩,৩৬০.৮৮ টাকা। **ইএমডি :** বিড অনুমিত মূলের ২% অর্থাৎ ৩,৩৭,৫০০ টাকা। **ই-পিবিজি :** পিও মূল্যের ৫%। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৩ বছর। **খোলার তারিখ ও সময় :** ০৩.০৯.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। জিইএম সার্ভিস বিড নথিপত্র জিইএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এ অনলাইনে দর দিতে হবে।

(MISC-165/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Open tender for the 7 (Seven) Nos. works of "Protection work at different chainages of Lower Bagjola Khal etc." is invited vide **SNIT No. : 14/EE/MDD-I/2025-26** under MDD-I.
Details of SNIT and documents may be downloaded from **www.wbiwd.gov.in** on and from **15.08.2025** at **16:00 Hrs**. and last date and time of application of tender : **19.08.2025** up to **15:00 Hrs**.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

ফর্ম নং URC-2

আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ। এর অধীনে নিবন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যে, শ্রী বালাজী লজিস্টিকস একটি অংশীদারিত্ব সংস্থাকে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ । এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা যেতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ- ট্রাক, লরি, ট্রলার, ডাম্পার, কোচ, ট্যাঙ্কার, ট্রাক্টর, হলার, জিপ, ট্রেলার, মোটর বাস, অমনিবাস, মোটর ট্যাক্সি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, বিমান, হোভারক্রাফ্ট, রকার, স্পেস শাটল, জাহাজ, জাহাজ, নৌকা, বার্জ ইত্যাদির মতো সকল ধরণের পরিবহনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল রুট এবং লাইনে পণ্য পরিবহনের জন্য স্থল, আকাশ, জল এবং মহাকাশে তার সকল শাখায় বহরের বাহক, পরিবহনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা, সংগঠিত, পরিচালনা, চার্টার, পরিচালনা, চুক্তি, উন্নয়ন, পরিচালনা, মালিকানা, পরিচালনা এবং ব্যবসা পরিচালনা করা। পেট্রোল, ডিজেল, বিদ্যুৎ, বাষ্পীয় তেল, পারমাণবিক শক্তি বা অন্য যেকোনো ধরণের শক্তি দ্বারা চালিত হোক না কেন, উপকরণ স্থাপন, সংগঠিত, পরিচালনা, চার্টার, পরিচালনা, চুক্তি, বিকাশ, পরিচালনা, পরিচালনা, পরিচালনা, পরিচালনা, উপকরণ পরিচালনা, সরঞ্জাম পরিচালনা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ফ্ল্যাট-এ / সিধি স্বাক্ষর, ফ্ল্যাট-এ/৬, বিএলকে-২ ৬ষ্ঠ এফএলআর, লোয়ার ভানু নগর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০১-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের প্রতি আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ফ্ল্যাট-এ / সিধি স্বাক্ষর, ফ্ল্যাট-এন৬, বিএলকে-২ ৬ষ্ঠ এফএলআর, লোয়ার ভানু নগর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৪০০১-এ অবস্থিত কোম্পানির কাছে পাঠাতে পারেন।

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
তারিখঃ ১৫ আগস্ট ২০২৫ **১ বিপল আগরওয়াল**
২ সিদ্ধান্ত আগরওয়াল

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি খুলুন

www.ireps.gov.in লিঙ্কের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in —> login —> E-Tender Stores/Supply** লিঙ্কটি অ্যাক্সেস করে ইলেকট্রনিকভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে। বিক্রেতারা নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ পেতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, Dy.CMM/HQ/CLW/Chittaranjan, 9163340711 অথবা SMM/CON/HQ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানাঃ PCMM/CLW/Chitteranjan এর অফিস। **[A] No. COS/CRJ/PUB/e-Tender/19/0162, তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫। **ক্রম. নংঃ ১। দরপত্র নংঃ ৭০২৫০০২৯। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** RDSO SPEC NO. RDSO/2017/EL/ SPEC/0127, Rev.I. অনুসারে WAG-9H শ্রেণীর মালবাহী বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিট। উপরোক্ত বিবরণ ছাড়াও, ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিটটি প্রয়োজনীয়তার সময়সূচী (SOR) তে উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করবে, যার অনুলিপি দরপত্র নথির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এলটিএমএ অনুসারে হবে, যা ০১.০৮.২০২৫ তারিখে জারি করা ডকুমেন্ট নং C-D&D/T/24 LTMA, REV.0 অনুসারে হবে। **(ওয়ারেন্টি সময়কালঃ ডেলিভারির তারিখের ৩০ মাস পর)। পরিমাণঃ৫০.০০ সেট। বকেয়া অর্থ জমা (টাকা)ঃ ৫,০০,০০০০.০০। দরপত্র শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় (আইএসটি)ঃ ১৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১.০০ টায়। [B] No. COS/CRJ/PUB/e-Tender19/0162,** তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৫। ক্রম. নং.ঃ ১। দরপত্র নম্বরঃ ৭০২৫৫০১৮। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এমআইসিএএস এবং সিডিএসি ভিত্তিক টিসিএন ভিসিইউ-তে তিন ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের ডিডিইউ-তে লোকোমোটিভ প্যারামিটার রেকর্ডিংয়ের জন্য ডিডিইউ মেমোরি। **(ওয়ারেন্টি সময়কালঃ ডেলিভারির তারিখের ৩০ মাস পরে)। পরিমাণঃ ১৭০০.০০ নম্বর। বকেয়া অর্থ জমা (টাকা)ঃ** ০.০০। **দরপত্র শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় (আইএসটি)ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ সকাল ১১.০০টায়।

PR 5/173 **PCMM/CLW/CRJ.**

আমাদের দেখুনঃ www.facebook.com/clwrailways

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ রোশন পিতা- মৃত সেখ আজাহার সাং ও পোষ্ট- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া । শ্রী রঘুনাথ মন্ডল পিতা- ভন্ডুল মন্ডল সাং- মানিকপুর, পোষ্ট- ডেল্টামিল, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ০৫০৩০৫১৭৮ / ২০২২ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় ১) আফসার আলি মোল্লা পিতা- মৃত আওলাদ আলি মোল্লা সাং- কন্যামনি (মোল্লাপাড়া), পোষ্ট- সারেঙ্গা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ২) আব্বাসউদ্দিন মল্লিক পিতা- মৃত ইসলাম মল্লিক সাং-সারেঙ্গা (কলাতলা), পোষ্ট- সারেঙ্গা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সারেঙ্গা, জে.এল নং ১৫ হাল ৪৯৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ২৯০ নং দাগে অবস্থিত কমিবেশী ১.৬৫ শতক শালি জমি ০৫০৩০২৪৬১ / ২০২৩ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

নিভাকা ফ্যাশনস্ লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫২১০০ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৮৫৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ এএ-৪৭, সল্ট লেক সিটি সেক্টর-১, বিএল-এএ কলকাতা-৭০০০৬৪
ইমেলঃ **btsyndicateltd1983@gmail.com**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
		৩০-জুন-২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-মার্চ-২৪ নিরীক্ষিত	৩০-জুন-২৪ অনিরীক্ষিত	৩১-মার্চ-২৫ নিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১.০৪	১৩০.২৫	৬.০৯	১৪৬.৫১
২	অন্যান্য আয়	৪.১৬	৪.৩৫	১৪.৫২	৩৭.৩৪
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম	(৪৮.১৯)	২৪.৭৭	(২৫.৪১)	(৪৯.৩৭)
৪.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৪৮.১৯)	২৪.৭৭	(২৫.৪১)	(৪৯.৩৭)
৫.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৪৭.৬৫)	২৩.৫৩	(২৫.২৯)	(৫০.৩৭)
৬.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	-	-	-	-
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১ টাকা অভিহিত মূল্য)	১০২৬.৯০	১০২৬.৯০	১০২৬.৯০	১০২৬.৯০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)-				
	মিশ্র	(০.০৫)	০.০২	(০.০২)	(০.০৫)
	মৌলিক	(০.০৫)	০.০২	(০.০২)	(০.০৫)

মন্তব্যঃ
১) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতিবেদন অযোগ্য।
৩) ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত ফলাফল, সীমিত পর্যালোচনা সহ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড অনুসারে - কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং এসইবিআই রেগুলেশন ২০১৫ এর নিয়ম ৩৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে। বিস্তারিত বিন্যাসে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল বিএসই এবং এমএসইআই-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.msei.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nivakafashions.in-এ পাওয়া যাবে।
৫) বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

নিভাকা ফ্যাশনস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
ভাবিন জৈন
স্থানঃ কলকাতা — চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৫ — ডিআইএনঃ ০০৭৪১৬০৪

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ২বি গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা কলকাতা-৭০০ ০১২
CIN:L65999WB1992PLCO55224
ইমেল আইডিঃ **rfsl.nbfc@gmail.com/sec etarial@rfsl.co.in**, ওয়েবসাইটঃ **www.rfsl.co.in**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে
		৩০।৬।২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১।৩।২৫ (পরীক্ষিত)	৩০।৬।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।৩।২৫ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	২১৮.৭০	১৭২.৩৯	৭৩.৯২	৪৩৭.৩৩
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম#)	৯.৭৪	১০.৬৫	৫.১৬	১৩.৫০
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৯.৭৪	১০.৬৫	৫.১৬	১৩.৫০
৪.	করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৯.৪০	১০.৬৫	৫.১৬	১২.৫৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সম্মেলিত [লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৯.৪০	১০.৬৫	৫.১৬	১২.৫৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৫০.০২	৭৫০.০২	৩৭৫.০১	৭৫০.০২
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	৯১.৮১	৯১.৮১	৪৮৪.২৭	৯১.৮১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি টাকা) (চলমান এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন)				
	১.মূল	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৭
	২.মিশ্র	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৭

দ্রষ্টব্যঃ
ক. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.bseindia.com/ xml-data/corpfiling/AttachLive/e8e5ed24-62ea-4670-ae5b4117193bac4d.pdf-এ এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইট https://rfsl.co.in/ inverstor-information/-এ পাওয়া যাবে।
খ. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নিট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি)-এর উপর কোনও প্রভাব পড়ে না।
গ. #- Ind-AS নিয়ম / AS নিয়ম, যেটি প্রযোজ্য, অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম।
ঘ. নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করে আর্থিক ফলাফলগুলি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
রিচিফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের-এর জন্য
স্বা।-
স্থানঃ কলকাতা — ভাদাসেরিল চাকো জর্জেকুটি
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৫ — DIN: 09194854

PUBLIC NOTICE
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED
Regd office: 1, BISHOP LEFROY ROAD KOLKATA - 700020 TEL – 033 - 22813779

NOTICE is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the company has/have been lost /mislaid and holder of the said securities / applicant has/have applied to the company to issue Duplicate certificate.
Any person who has claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.

NAME OF HOLDER: 1) PERSEUS SOLI VACHHA 2) LATE JALOO SOLI VACHHA

Foilo No	No of shares/deb.	Certificate no.(s)	Distinctive number(s)
TFP0009986	1020	6842	12158481 - 12159500

Place: Mumbai,
Date: 15-08-2025 **NAME OF HOLDERS 1) Mr. PERSEUS SOLI VACHHA**

RDB Rasayans Limited
CIN-L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax No 91-33-2242 0588
E-mail : info@rdbindia.com, Website: www.rdbgroup.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের জন্য অ-নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৩৫৭.০২	৩,৪৯৭.৬৭	৬,৬৮৪.৮৮	১৭,০৪০.৯৫
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১,১৪৪.৫১	৯৮৩.২৫	৯৯৯.৮০	৩,৫৯৪.৩১
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১,১৪৪.৫১	৯৮৩.২৫	৯৯৯.৮০	৩,৫৯৪.৩১
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৮৫৬.৫৩	৭৩৬.১৯	৭৩২.৫৩	২,৬৪৭.১২
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	৮৫৬.৫৩	৭৩৬.৭৮	৭৩২.৫৩	২,৬৪৭.৭১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	১৯,৫২৪.৪৪
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়)				
	মূল	৪.৮৪	৪.১৬	৪.১৪	১৪.৯৪
	মিশ্র	৪.৮৪	৪.১৬	৪.১৪	১৪.৯৪

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ আগস্ট,২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

আরডিবি রসায়ন লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
শান্তিলাল বৈদ্য
স্থানঃ কলকাতা — ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
তারিখঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৫ — DIN: 00056776

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এইচআর, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগের জন্য আইওএইচ/পিওএইচ কাজের বাছাইমূলক আউটসোর্সিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান:** ৯,৭৮,২২০.০০ টাকা মাত্র। **বিড সিকিউরিটি:** ১৯,৬০০.০০ টাকা মাত্র। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৯.০৯.২০২৫ দুপুর ৩.০০টা (প্র.ভা.স.) পর্যন্ত। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস-এর অফিস, নোয়াপাড়া কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https://www.ireps.gov.in.**

টেন্ডার নংঃ এমআর-পিওএইচ-৭৪-১৬৯

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 30-June 2025 Reviewed	31-March 2025 Audited	30-June 2024 Reviewed	Year Ended 31-March 2025 Audited
1	Total Income from Operations	84.38	65.99	91.08	245.61
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	24.04	7.83	38.08	44.82
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	25.97	6.29	28.49	33.97
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	25.97	6.29	28.49	33.97
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
6	Other Equity	-	-	-	1750.82
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each)(for continuing and discontinuing operations)				
	a.Basic(Rs.)	0.22	0.05	0.24	0.28
	b.Diluted(Rs.)	0.22	0.05	0.24	0.28

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Place : Kolkata — Managing Director
Date: August 13, 2025 — (DIN: 00585682)

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Off.: 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail:sarvottamfinvest@gmail.com,Website:www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 30-June 2025 Reviewed	31-March 2025 Audited	30-June 2024 Reviewed	Year Ended 31-March 2025 Audited
1	Total Income from Operations	40.26	24.42	61.04	163.46
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	12.69	(13.39)	10.34	(54.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	15.52	(7.08)	7.74	(58.93)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	15.52	(7.08)	7.74	(58.93)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1720.70
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each)(for continuing and discontinuing operations)				
	a.Basic(Rs.)	0.21	(0.09)	0.10	(0.79)
	b.Diluted(Rs.)	0.21	(0.09)	0.10	(0.79)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Place : Kolkata — Managing Director
Date: August 13, 2025 — (DIN:01168576)

শেষ ১০ মিনিটে ২ গোলে ঘুরে দাঁড়ানোর পর টাইব্রেকারে সুপার কাপ জয় পিএসজির

প্রথম এক ঘণ্টায় দাপুটে ফুটবলের পসরা মেলে ধরল টটেনহ্যাম হটস্পার। পিএসজিকে যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই দলই পরাজয়ের দুয়ার থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ দিকে দুই গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে ম্যাচ নিয়ে গেল টাইব্রেকারে। সেখানে বাজিমাত করল তারাই। ইংলিশ দলটির স্বপ্ন ভেঙে উয়েফা সুপার কাপ জিতল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।

উদিন, ১৪ আগসস্টঃ ৮৪ মিনিট পর্যন্তও ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল পিএসজি। টটেনহাম বোধ হয় শিরোপায় এক হাত দিয়েই ফেলেছিল! কিন্তু কে জানত, নাটকের তখনো অনেক বাকি। পরের মিনিটেই গোল করেন বদলিতে নামা পিএসজির দক্ষিণ কোরিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার লি কাং-ইন। উদিনের ব্লুনার্জি স্টেডিয়ামে তখন ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর পিএসজি। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন মাঠে নামা আরেক বদলি। হেডে পর্তুগিজ স্ট্রাইকার গনসালো রামোসের গোলে ৯৪ মিনিটে ২-২ গোলে সমতায় পিএসজি! ম্যাচ তারপর সরাসরি টাইব্রেকারে। যেখানে টটেনহাম হটস্পার্সকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ফ্রান্সের প্রথম ক্লাব হিসেবে উয়েফা সুপার কাপ জিতল পিএসজি। আর টটেনহাম গত মে মাসে ইউরোপা লিগ জয়ের পর তিন মাসের মধ্যে আরেকটি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার শিরোপা জয়ের সুযোগ হারাল। নতুন কোচ টমাস ফ্রাঙ্কের অধীন এটা ছিল টটেনহামের প্রতিযোগিতামূলক প্রথম ম্যাচ। ৩৯তম মিনিটে ডাচ সেন্টারব্যাক মিকি ফন দে ফেন গোল করে দলকে এগিয়ে দেন টটেনহামকে। বিরতির ৩ মিনিট পর ৪৮ মিনিটে টটেনহামের হয়ে দ্বিতীয় গোলটিও ডিফেন্ডারের। আর্জেন্টাইন ক্রিস্টিয়ান রোমেরো হেডে গোল করেন পেদ্রো পোরোর ফ্রি-কিক থেকে। গোলটি ঠেকাতে পিএসজির লুকাস শেভালিয়েরে কৌশলগত কোনো ভুল করেছেন কি না, সে প্রশ্ন ম্যাচ চলাকালেই উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে

পড়ে বল 'ক্লিয়ার' করতে পারেননি। ফন দে ফেনের গোলটি ফিরতি শটে। গত জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসির কাছে হারা পিএসজি ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু করে ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া লি কাং-ইনের দুর্দান্ত শটে করা গোলে, যার শেষটা রামোসের হেডে করা গোলটি দিয়ে। পেনাল্টি শুটআউটে শুরুটা ভালো ছিল না পিএসজির। প্রথম শটেই ভিতিনিয়া বল পোস্টের বাইরে মারেন। কিন্তু ফরাসি ক্লাবটির নতুন গোলরক্ষক শেভালিয়ে টটেনহামের মিকি ফন দে ফেনের শট ঠেকান। পোস্টের বাইরে মারেন ইংলিশ ক্লাবটির ফরোয়ার্ড ম্যাথিস তেল। নুনো মেন্দেজের সফল শটে নিশ্চিত হয় পিএসজির ঐতিহাসিক জয়। তার আগে পিএসজির রামোস, উসমান দেম্বেলে ও লি কাং টাইব্রেকারে গোল করেন। টটেনহামের হয়ে ডোমিনিক সোলাঙ্কে, রদ্রিগো বেনতাঙ্কুর ও পেদ্রো পোরো টাইব্রেকারে গোল করলেও লাভ হয়নি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির চলতি বছর এটি পঞ্চম শিরোপা।

জয়ের পর ক্লাবটির অধিনায়ক মারকিনিওস বলেন, ''আমি গর্বিত। আমরা বেশি প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু ফুটবল শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাপারও। সঠিক জায়গায় সঠিক কৌশলটা গুরুত্বপূর্ণ। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে তারা রক্ষণে বেশি মনোযোগ দিয়েছে, পিএসজির মতো দলকে এভাবে আমন্ত্রণ জানানো ভয়ংকর।'' জয় দিয়ে নতুন মরসুম শুরু করা পিএসজি এক সপ্তাহ আগে অনুশীলন শুরু করেছে। সুপার কাপের আগে প্রীতি ম্যাচও খেলেনি। রবিবার নঁতের মাঠে লিগ আঁ মরসুম শুরু করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। টটেনহাম শনিবার প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে বার্নলির। টটেনহাম কোচ টমাস ফ্রাঙ্কের চোখে এই হার অনেকটা 'সফল অস্ত্রোপচার...কিন্তু রোগী মারা যাওয়া'র মতো।' ফর্মেশন পাল্টে নতুন সাইনিং মহম্মদ কুদুসকে শুরু থেকে খেলানোর বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, ''জানতাম পিএসজির বিপক্ষে আলাদা কিছু করতে হবে। অনেকটাই বিশেষ অস্ত্রোপচারের মতো। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, অস্ত্রোপচার সফল হলেও রোগী মারা গেছে।'' পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ''৮০ মিনিট পর্যন্তও আমরা (জয়ের) যোগ্য ছিলাম না। টটেনহামের এটা প্রাপ্য ছিল। আমরা মাত্র ছয় দিন অনুশীলন করেছি। কিন্তু কোনো কোনো সময় ফুটবল অন্যায্য। আমরা ভাগ্যবান যে শেষ ১০ মিনিটে দুই গোল করতে পেরেছি।''

শ্রীভূমিকে হারাল মহামেডান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ আগস্টঃ গত ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগের চলতি মরশুমের প্রথম জয়টি পেয়েছিল মহামেডান। এদিন সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে বারাকপুরে শ্রীভূমিকে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড। লক্ষ্মীবার মেহেরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ছাত্রদের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীভূমি। কিন্তু বিপক্ষ শক্তিশালী হলেও মহামেডান জিতল ৩-১ গোলে। ম্যাচের ফলাফল দেখে মনে হতে পারে একতরফা ম্যাচ হয়েছে। কিন্তু মহামেডানকে এদিন যথেষ্ট বেগ দিয়েছে শ্রীভূমি। আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ শুরু হলেও ১৮ মিনিটে ব্ল্যাক প্যান্থার্সকে এগিয়ে দেন শিবা মাণ্ডি। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ হয়ে যায়। শ্রীভূমিকে সমতায় ফেরান অরিত্র ঘোষ। ১-১ সমতাতেই বিরতিতে যায় দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলের কাছেই একাধিক গোলের সুযোগ এসেছিল। অবশেষে ৭৮ মিনিটে লালথানকিমার গোলে ব্যবধান ২-১ করে মহামেডান। এরপর সংযোজিত সময়ে সময়ে আদিসন সিং গোল করে মহামেডানের পক্ষে ব্যবধান ৩-১ করেন। এদিন কলকাতা প্রিমিয়র লিগের অপর একটি ম্যাচে কল্যাণী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ইউনাইটেড কলকাতা ও ভবানীপুর। গ্রুপ বি-তে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা ইউনাইটেড কলকাতাকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ভবানীপুর। অন্য ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইউনাইটেড এসসি।

এনএইচপিসি NHPC

এনএইচপিসি লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি নবরত্ন এন্টারপ্রাইজ)
সবুজ শক্তির পিছনে শক্তি
রেজি. অফিসঃ এনএইচপিসি অফিস কমপ্লেক্স, সেক্টর-৩৩, ফরিদাবাদ-১২১০০৩ (হরিয়াণা)
সিআইএন নংঃ এল৪০১০১এইচআর১৯৭৫জিআই০৩২৫৬৪
বিজ্ঞাপন নং.ঃ NH/Rectt./FTB/04/2025-26

তোমার আবেগ আবিষ্কার করো....এনএইচপিসি এর সাথে তোমার ক্যারিয়ার গড়ো

অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার / নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার নিয়ো

এনএইচপিসি লিমিটেড (ভারত সরকারের নবরত্ন এন্টারপ্রাইজ) ভারতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা, যার ধারণা থেকে শুরু করে জল প্রকল্প চালু করা পর্যন্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে। এনএইচপিসি সৌর ও বায়ু শক্তি উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এনেছে। কোম্পানির আরও ভালো ধারণার জন্য, আপনাকে সর্বদা আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখতে স্বাগত জানাইঃ www.nhpcindia.com

এনএইচপিসি লিমিটেড নীতি অনুসারে বার্ষিক ভিত্তিতে অতিরিক্ত ০২ বছর পর্যন্ত বর্ধিতকরণের বিধান সহ ০১ বছরের জন্য স্থির মেয়াদের ভিত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক এবং যোগ্য চিকিৎসা পেশাদার / ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে। শূন্যপদ এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

ক্রম নং.	পোস্টিংয়ের স্থান	পদ	পদের সংখ্যা
১	দিবাং বহুমুখী প্রকল্প, রোয়িং, অরুণাচল প্রদেশ	ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	০৬
২		ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক)	০২
৩	রঙ্গিত পিএস, রঙ্গিত নগর, দক্ষিণ সিকিম, সিকিম	মেডিক্যাল অফিসার	০১
		মোট	০৯

প্রার্থীরা এইএনইচপিসি-এর ক্যারিয়ার বিভাগের ওয়েবসাইট http://www.nhpcindia.com-এ গিয়ে পদ ও বিভাগ ভিত্তিক শূন্যপদ, যোগ্যতার শর্তাবলী এবং অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের নির্দেশাবলী সহ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখতে পারবেন। শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

অনলাইন পোর্টাল খোলার তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৫ (সকাল ১০:০০টা)
অনলাইন পোর্টাল বন্ধের শেষ তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫ (বিকেল ৫:০০টা)

@nhpcltd @NHPCIndiaLimited nhpclimited NHPC Limited NHPC Limited

cbc 34128/12/0004/2526

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক, বড় শাস্তি হতে পারে আলকারাজের

রোম, ১৪ আগস্টঃ ইতালির লুকা নার্ডিকে ৬-১, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়ে সিনসিনাটি ওপেনের শেষ ষোলোয় উঠেছেন বিশ্বের দুই নম্বর কার্লোস আলকারাজ। কিন্তু ম্যাচ চলাকালীন এই স্প্যানিশ তারকা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন, যার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে তাঁর স্ট্রেট সেটে জয়। ম্যাচের বিরতির সময় আম্পায়ারের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন আলকারাজ, এর ফলে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এমনকি হতে পারে জরিমানাও। ম্যাচের বিরতি চলাকালীন আম্পায়ার গ্রেগ অ্যালেনসওয়ার্থ আলকারাজকে তাঁর জলের বোতলের লোগো ঢেকে দিতে বলেন। গ্রেগ বলেন, এটি টুর্নামেন্টের স্পনসরশিপ চুক্তির পরিপন্থী। আমাদের এরকমটাই বলা হয়েছে। কিন্তু স্প্যানিশ তারকা আম্পায়ারের নির্দেশ মানতে চাননি এবং তীব্র তর্ক শুরু করেন। সেই সঙ্গে তিনি লোগোটি না ঢেকে একই জলের বোতল ব্যবহার করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ আলকারাজ আম্পায়ারকে বলেন, ''আমার এতে কোনও দোষ ছিল না। যখন আমার দোষে বিষয়টি ঘটেনি, তখন আমাকে কেন ঢেকে রাখতে হবে? এটা তোমার (আম্পায়ার) দোষ, তুমি বলছো আমাকে এখন ঢেকে রাখতে হবে? না, আমি ঢেকে রাখব না।'' যদিও আয়োজকরা এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তবে জানা গিয়েছে এই বিতর্কের ফলে আলকারাজ বড় জরিমানার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এই ঘটনা অবশ্য তাঁর পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব ফেলেনি। বিশ্বের দু'নম্বর তারকা মাত্র ২৭ মিনিটের মধ্যে ফার্স্ট সেটের প্রথম ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ১৩টি জিতে নেন। তবে, দ্বিতীয় সেটে তিনি কিছুটা লড়াইয়ের সম্মুখীন হন। একসময় তিনি পিছিয়ে পড়েন ২-৪ ব্যবধানে। এরপর টানা চারটি গেম জিতে ম্যাচটি শেষ করেন। শেষ আটে আলকারাজের প্রতিপক্ষ আন্দ্রে রুবলেভ। জয়ের পর, আলকারাজ অবশ্য এই বিতর্ক নিয়ে গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি বলেন, আমি এই নিয়ে ভাবছি না। বরং পারফরম্যান্সের উপর জোর দিতে চাই। আমি মনে করি এই ম্যাচটি এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত আমার জন্য সেরা ছিল। আমি পরের ম্যাচের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে দিয়েছি।

আইএসএল নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে? প্রকাশে আনল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ভবিষ্যৎ কী? সেই জট পুরোপুরি কাটেনি। তবে কিছু বিষয় প্রকাশ্যে আনল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। কিছুদিন আগেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এগারোটি ক্লাব মিলিত ভাবে একটি চিঠি দিয়েছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। টুর্নামেন্ট নিয়ে পুরো বিষয়টি যাতে দ্রুত সমাধানে আসা যায়, সে কথাই বলা হয়েছিল। প্রয়োজনে ক্লাবগুলি আইনি পথেও যেতে পারে, এই আভাসও দিয়েছিল। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের গত মিটিংয়ে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আইএসএল নিয়েও আপডেট রয়েছে তাতে। জরুরি ভিত্তিতে মিটিং ডেকেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। সব কিছু অবশ্য পরিষ্কার করা হয়নি। তবে নানা বিষয়ে জানানো হয়েছে। এআইএফএফ-র তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গত ৮ আগস্ট শুক্রবার আইএসএল ক্লাবের সম্মিলিত একটা চিঠি পাই আমরা। সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা চলছে তা যাতে দ্রুত নিস্পত্তি হয়, সে বিষয়েও অনুরোধ করা হয়েছিল। গত কাল অর্থাৎ ১৩ আগস্ট আইএসএল ক্লাবগুলির আইনি বিষয়ক প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মিটিং হয়েছিল। পরবর্তী রূপরেখা কী হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।' ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ভবিষ্যৎ কী? সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং এফএসডিএলের মধ্যে মাস্টার রাইট এগ্রিমেন্ট সমস্যার কারণে আইএসএল শুরু করা যাচ্ছে না। আইএসএল মূলত সেপ্টেম্বরে শুরু হয়, এপ্রিল অবধি চলে। কিন্তু এই এগ্রিমেন্ট শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে। যে কারণে টুর্নামেন্ট শুরু করা যাচ্ছে না। এ দিন এআইএফএফ-র তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, বা বলা ভালো গত ৭ আগস্ট ফেডারেশন, এফএসডিএল, আইএসএল ক্লাবগুলির মধ্যে যে আলোচ্য বিষয় ছিল, তা প্রকাশ করা হয়েছে।

লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দুরদর্শনে সকাল ৬.৩০ থেকে

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com